এপ্রিল ২০২১ ■ বর্ষ ০৬ ■ সংখ্যা ০৪

বন্দর বার্তা

মেরিটাইম বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

অতিমারির দিনগুলোতে চট্টগ্রাম বন্দর সর্বোচ্চ সতর্কতার এক বছর

মৃত মোংলা বন্দরকে জীবিত করেছেন শেখ হাসিনা: নৌ প্রতিমন্ত্রী

বাংলাদেশ-ভারত নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন জাতীয় আয় বাড়াবে ১৭%: বিশ্বব্যাংক

মহামারির দিনলিপি অশ্রুলেখায় বন্দরের এক সম্মুখ যোদ্ধা

এপ্রিল ২০২১
বর্ষ ০৬, সংখ্যা ০৪

বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের মেরিটাইম
বিষয়ক মাসিক প্রকাশনা

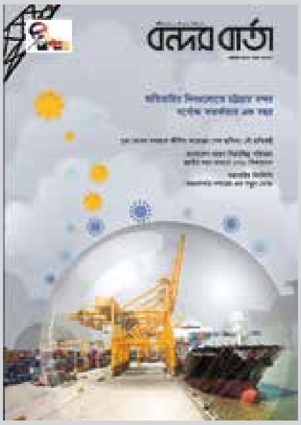

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, এনপিপি, বিসিজিএমএস, এনডিসি, পিএসসি, বিএন

সম্পাদক
জাফর আলম

সম্পাদনা পর্ষদ
রম্য রহিম চৌধুরী
মো. মমিনুর রশিদ
মো. ওমর ফারুক
মাহবুব মোরশেদ চৌধুরী

নির্বাহী সম্পাদক
তাজুল হক

সহযোগী সম্পাদক
বিপ্লব সরকার

নিয়মিত প্রদায়ক
এনামুল করিম
কাজী মেরাজ উদ্দিন আরিফ
আফরোজা বিথী

প্রতিবেদক
ওমর ফারুক ইমন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মনির খান শিমুল

জনসংযোগ
মোহাম্মদ আজিজুল মওলা
মো. শফিউল আজম খান

আলোকচিত্রী
এস এম শামসুল হুদা

ডিজাইন ও ডিটিপি
তৌফিক আহমেদ
আবিদা হাফছা
মাহমুদ হোসেন প্রিন্স

মুদ্রণ ব্যবস্থাপনা
হাবিবুর রহমান সুমন, আলেয়া ফেরদৌসী

প্রকাশক চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ-এর পক্ষে
কনটেন্ট পরিকল্পনা ও প্রণয়ন, ডিজাইন, প্রকাশনা:

ENLIGHTEN | VIBES

বাড়ি ০৬, সড়ক ০৩, সেক্টর ০৫
উত্তরা, ঢাকা-১২৩০
ফোন: ০২-৪৮৯৫৬৭৪৮
ইমেইল: enlightenvibes@gmail.com

সম্পাদকীয় যোগাযোগ
বন্দরবার্তা
চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ
বন্দরভবন, ৩য় তলা, চট্টগ্রাম।
ফোন: ০৩১-২৫১০৮৬৯
ইমেইল: bandarbarta@gmail.com

সম্পাদকীয়

করোনায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বন্দর ও বন্দর ব্যবহারকারীদের মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়াতে হবে

২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম কোভিড-১৯ আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। এরপর করোনা রোধে ২৬ মার্চ দেশজুড়ে সাধারণ ছুটিসহ লকডাউন ঘোষণা করা হয়। কিন্তু দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতে হলে সাপ্লাই চেইন তথা বন্দরগুলোকে সচল রাখার বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আমদানি রপ্তানির প্রায় পুরোটাই হয়ে থাকে চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে। তাই একে বলা হয়, বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন, যার স্লোগান হলো, 'কান্ট্রি মুভস উইথ আস'। সুতরাং চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রমে সামান্যতম নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা পুরো দেশের অর্থনীতির ওপরই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। এই কারণেই বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আতঙ্কের ভয়াল থাবা মেলে দেওয়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে দেশে সাধারণ ছুটির মধ্যেও ২৪ ঘণ্টা সচল থেকেছে চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য ওঠানামা ও সরবরাহের কাজ। আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে পৃথিবীতে আরও বেশ কিছু দিন করোনা স্বরূপে বিস্তৃতি ঘটাতে থাকবে। তাই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে বন্দর চালু রাখলেই হবে না, এর পুরো সুফল পেতে হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও বন্দর ব্যবহারকারীদের মধ্যে আরও সমন্বয় বাড়াতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে একে অপরের সহায়ক। তাহলেই এই করোনা সংকটেও সম্ভব বন্দরের কার্যক্রম স্বাভাবিক রেখে দেশের অর্থনীতির উচ্চ প্রবৃদ্ধির হার অব্যাহত রাখা।

করোনার লকডাউনে বন্দর চালু থাকলেও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সর্বোচ্চ সর্তক থেকেছে বন্দর। কর্মীদের জন্য সাবান, পানি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও জীবাণুনাশক স্প্রের ব্যবস্থা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বন্দরের কর্মকর্তা এবং ডাক্তারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত করা হয়, যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন পোর্ট হেলথ অফিসার। জাহাজ থেকে হাসপাতালে দ্রুত রোগী স্থানান্তরের জন্য বন্দরের অ্যাম্বুলেন্স শিপ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বন্দর ইমিগ্রেশন ডেস্কে পোর্ট হেলথ অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত থাকছে। গত বছরের ১ জুলাই বন্দর হাসপাতালে ৫০ শয্যার বিশেষায়িত কোভিড ইউনিট চালু হয়। ১৩ জন ডাক্তার, ৩৬ জন নার্সসহ মোট ১৫৯ জন চিকিৎসাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এখানে। এ ছাড়াও বছর ধরে করোনা সংক্রমণের তীব্রতা অনুযায়ী স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নানা বিধি-নিষেধ পালন করেছে বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ চট্টগ্রাম বন্দর। অতিমারির দিনগুলো কেমন করে কাটাল বন্দর তার আদ্যোপান্ত রয়েছে এবারের প্রধান রচনায়।

মানুষের অকারণ হস্তক্ষেপে অস্তিত্ব সংকটে পড়েছে বিশ্বের শেষ বুনো এলাকা অ্যান্টার্কটিকা। ১২টা দেশের সরকার একত্রিত হয়ে সেই ৬০ বছর আগে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, যার পোশাকি নাম অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটি। এর মাধ্যমে এই মহাদেশকে যুদ্ধ, অস্ত্র ও পরমাণু বর্জ্য থেকে মুক্ত রাখতে একমত হয়েছিলেন বিশ্বনেতারা। অ্যান্টার্কটিকা চুক্তিতে বলা হয়েছিল, এই অঞ্চল কোনো একক দেশের নেতৃত্বে থাকবে না। বরং সব দেশের বিজ্ঞানীরা মিলেমিশে সেখানে গবেষণা করবেন। কিন্তু তারপর সাগর-মহাসাগরে বয়ে গিয়েছে বহু জল। যুগ বদলেছে, বাণিজ্যের বিশ্বায়ন হয়েছে। বাদ যায়নি অ্যান্টার্কটিকাও। বর্তমানে সাউদার্ন ওশেনের কেবল ৫ শতাংশ এলাকা মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে বিবেচিত। জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অ্যান্টার্কটিকা তাই অনেকটাই অরক্ষিত। বিশেষ করে রুক্ষ মহাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত পশ্চিম অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার বায়োডাইভার্সিটি অত্যন্ত হুমকির মুখে আছে। বাণিজ্যিক ক্রিল ফিশিং, পর্যটন, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিলুপ্ত হতে বসেছে মেরিন ইকোলজির সূতিকাগার। অ্যান্টার্কটিকা নিয়ে রয়েছে আমাদের বিশেষ প্রতিবেদন।

প্রিয় পাঠক, আমরা চাই এদেশের মেরিটাইম চর্চাকে একটি সুদৃঢ় ভিত্তিতে দাঁড় করাতে। বৈচিত্র্যময় আঙ্গিকে, সমৃদ্ধ কলেবরে বন্দরবার্তার পথচলা বাংলাদেশের মেরিটাইম খাতের বিকাশে আরও সহায়ক হবে-সেই প্রত্যাশা। সবাইকে শুভেচ্ছা।

জাফর আলম
সম্পাদক

বন্দর বার্তা

এ সংখ্যায় থাকছে

প্রধান রচনা

অতিমারির দিনগুলোতে চট্টগ্রাম বন্দর

সর্বোচ্চ সতর্কতার এক বছর

০৪

মহামারির রূপ যে এতটা ভয়ংকর আর শক্তিশালী হয়ে উঠবে, দূরতম কল্পনায়ও আসেনি কারো। গত এক বছরে বিশ্ববাণিজ্য, জীবনধারা, ভূ-রাজনীতির চেহারা বদলে দিয়েছে এ মহামারি। ২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা রোগী শনাক্ত হয়। ২৬ মার্চ থেকে সরকার দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। তবে চট্টগ্রাম বন্দর এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। জীবন ধারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ অব্যাহত এবং অর্থনীতিকে চলমান রাখতে এই সংকটকালেও সচল রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর।

সম্পাদকীয় ▪ ০২

মুখর বন্দর ▪ ১৯

- চট্টগ্রাম বন্দরে বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন
- মৃত মোংলা বন্দরকে জীবিত করেছেন শেখ হাসিনা: নৌ প্রতিমন্ত্রী
- চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারে পণ্য পরিবহনের ৪৪ বছর
- চট্টগ্রামে বেসরকারি জেটিতে ভিড়েছে প্রথম জাহাজ
- লালদিয়ার চর থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পন্ন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর
- বাংলাদেশ-ভারত নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন জাতীয় আয় বাড়াবে ১৭%
- পিপিপিতে পরিচালিত হবে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল
- পণ্য পরিবহনে নতুন দুটি জাহাজ ভাসাল মেঘনা গ্রুপ
- আমদানি সুবিধার মেয়াদ বাড়ল
- ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৩%
- ৪৭ হাজার কোটি টাকা দাঁড়াল রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল

বন্দর বিচিত্রা ▪ ১৭

গ্রন্থ পরিচিতি: *ফিমেল টারস: উইমেন অ্যাব্রোড শিপ ইন দ্য এজ অব সেইল*

বন্দর পরিচিতি: *ইনচন বন্দর*

মেরিটাইম ফ্যাক্ট: *ইকো সাউন্ডার*

ব্যক্তিত্ব: *জিন বারেট*

মেরিটাইম ইভেন্টস: *মেরিটাইম বিষয়ক নানা আয়োজনের সূচি*

আন্তর্জাতিক সংবাদ ▪ ১৩

- সমুদ্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নতুন উদ্যোগ
- ৫ বিলিয়ন ডলারের মেরিটাইম ফান্ড গঠনের তাগিদ
- ২০২২ পর্যন্ত কাটবে না বৈশ্বিক কার্গোজট
- সুয়েজ খুললেও শুরু ক্ষতিপূরণের যুদ্ধ
- ক্রুজসেবা চালু করতে মামলার হুমকি ফ্লোরিডার
- বন্দর অবকাঠামো পরিকল্পনায় ভারতের ৮২ বিলিয়ন ডলার
- ভ্যাকসিনেশন লটারিতে বিপর্যস্ত ড্রাই বাল্ক শিল্প
- কার্বন কর হিসেবে টনপ্রতি ১০০ ডলারের প্রস্তাব
- আর্কটিকে ব্ল্যাক কার্বন এখনই নিষিদ্ধের দাবি
- বিশ্বের প্রথম জাহাজ টানেল নির্মাণ করছে নরওয়ে
- এখনো অনিশ্চিত তেলের বাজারের ভবিষ্যৎ
- এপ্রিলে উৎপাদনসীমা ছাঁটল ওপেক
- ব্রেক্সিটে জট বাড়বে ইউকের বন্দরগুলোয়
- সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে ভারতীয় সমুদ্রবন্দর
- বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খনন ব্যয় কমাবে রোবট
- বাড়তি বাংকার সারচার্জে গলদঘর্ম শিপাররা
- অফশোর বায়ুবিদ্যুতে নজর যুক্তরাষ্ট্রের
- বিশ্বের প্রথম শূন্য নির্গমন কার্গো জাহাজ

খতিয়ান ▪ ২৩

বন্দরের আয়-ব্যয়, কনটেইনার ওঠানামার তুলনামূলক মাসিক পরিসংখ্যান

১৯

মুখর বন্দর

চট্টগ্রাম বন্দরে বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। দিবসটি উপলক্ষে ১৭ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বন্দর ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পায়রা অবমুক্ত এবং কেক কাটেন। এ সময় বন্দরের সকল বিভাগীয় প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিবিএ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২০

রিজার্ভের অর্থে খনন হবে পায়রা বন্দরের চ্যানেল

দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দিয়ে বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল (বিআইডিএফ) গঠন করা হয়েছে। আপাতত বিদ্যুৎ খাতে ও বন্দর উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে এই তহবিলের অর্থ। এখন থেকে প্রথম ঋণ পাচ্ছে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেল খনন কর্মসূচি।

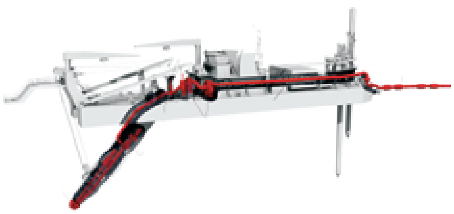

তহবিলটির বার্ষিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ২০০ কোটি ডলার

রাবনাবাদ চ্যানেল খনন কর্মসূচিতে পায়রা বন্দরের ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৪১৭ কোটি টাকা

১০ বছর মেয়াদে এই ঋণ দেবে সোনালী ব্যাংক। এর মধ্যে তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড

মোট ১১টি কিস্তিতে দেওয়া হবে অর্থ। প্রথম কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে মে মাসে

এই ঋণের বিপরীতে সুদ দিতে হবে ২ শতাংশ। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক পাবে ১ শতাংশ ও সোনালী ব্যাংক পাবে ১ শতাংশ

২০৩১ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ করবে পায়রা বন্দর। প্রতিবছর চার কিস্তি হিসেবে মোট ৪০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে

ইউ ইনফোগ্রাফিক্স

০৯

মহামারির দিনলিপি

অশ্রুলেখায় বন্দরের এক সম্মুখ যোদ্ধা

লাশবাহী গাড়িতে ওর পাশে বসে রইলাম। আর কোনোদিন তো এক গাড়িতে করে কোথাও যাওয়া হবে না আমাদের। নিমতলা বিশ্বরোড মোড় ঘুরে যখন পোর্ট কানেকটিং রোডে উঠল গাড়িটা, শেষ বিকালের কনে দেখা আলো তেরছা হয়ে পড়ল ওর মুখে। মনে পড়ল, এরকম বিকালেই বাসার ছাদে আমাদের প্রথম কথা হয়েছিল। মানুষটা ছোটখাটো ছিল, কিন্তু আপাদমস্তক ভালো-তখনই বুঝে নিয়েছিলাম আমি। কাউকে খুশি করার জন্য বা কারও পিছে কোনোদিন কথা বলত না। লাশবাহী গাড়িটা প্রিয় এই মানুষটাকে নিয়ে যাচ্ছে আমার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। আমি তলিয়ে যাচ্ছি অতল গহ্বরে...

৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে
জাস্টিনিয়ান প্লেগ মহামারি চলে
প্রায় দুই শতাব্দী ধরে

স্প্যানিশ ফ্লুতে
মাত্র ২ বছরে মারা যায়
প্রায় ২ কোটি মানুষ

অতিমারির দিনগুলোতে চট্টগ্রাম বন্দর
সর্বোচ্চ সতর্কতার এক বছর

মহামারির রূপ যে এতটা ভয়ংকর আর শক্তিশালী হয়ে উঠবে, দূরতম কল্পনায়ও আসেনি কারো। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে বিশ্ববাণিজ্য, জীবনধারা, ভূ-রাজনীতির চেহারা বদলে দিয়েছে এ মহামারি। দেশে দেশে লকডাউন, জরুরি অবস্থা জারি করেও রোধ করা যাচ্ছে না মৃত্যুর মিছিল। অ্যাম্বুলেন্সের সাইরেন, মাস্ক আর সামাজিক দূরত্ব হয়ে উঠেছে আমাদের নিত্যসঙ্গী। বিদ্যালয়ের পথ ভুলে গেছে শিশুরা। প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রস্তুতি থাকে, সামলানোর পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু মহামারি সামাল দেওয়ার তো কোনো আগাম নির্দেশনা ছিল না। এ অবস্থায় জনগণের জীবন আগে নাকি জীবিকা–চরম সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে সরকারকে। শ্বাসরুদ্ধকর এ অবস্থায় কেমন কাটল দেশের প্রধান বন্দরের বারোটি মাস?

বন্দরবার্তা ডেস্ক

নতুন নয় মহামারি

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অগ্রগতির এই সময়েও করোনাভাইরাস মহামারি নাড়িয়ে দিয়েছে বিশ্বকে। তবে এর চেয়েও ভয়াবহ প্রাণহানির অভিঘাত সয়ে এসেছে মানুষ। কোনো কোনো মহামারির প্রভাব এতটা তীব্র হয়েছে যে, তাতে বদলে গেছে সভ্যতার গতিপথ। ৫৪১ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে জাস্টিনিয়ান প্লেগ মহামারি চলে প্রায় দুই শতাব্দী ধরে। মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলোতে প্রায় পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ নেয় এই মহামারি। ব্যাকটেরিয়াজনিত এই রোগ ইঁদুরের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। চৌদ্দ শতকে এই প্লেগই পরিণত হয় ইউরোপের অন্যতম প্রাণসংহারী মহামারি 'ব্ল্যাক ডেথ'-এ। লাইভসায়েন্সের তথ্যমতে, ১৩৪৬ সালে এশিয়া থেকে ইউরোপে ছড়িয়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে যায় ব্ল্যাক ডেথ। অনেকের মতে, এই মহামারিতে ইউরোপের অর্ধেকের মতো মানুষ প্রাণ হারায়। বাংলা সাহিত্যের অনেক লেখকের সাহিত্যকর্মে মহামারি কলেরার কথা উঠে এসেছে। এই রোগের কারণে গ্রামের পর গ্রাম উজাড় হয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। মৃতের সংখ্যার হিসাবে আধুনিক যুগের ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ মহামারির একটি হচ্ছে ১৯১৮ সালে ধরা পড়া স্প্যানিশ ফ্লু। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যেখানে পাঁচ বছরে ১ কোটি ১৬ লাখ মানুষের মৃত্যু হয়, সেখানে স্প্যানিশ ফ্লুতে মাত্র দুই বছরে মারা যায় ২ কোটি মানুষ। দুর্ভাগ্যের ধারাবাহিকতায় গত বছরের শুরুতে প্রথমবারের মতো নভেল করোনা নামক ভীতিকর এক ভাইরাসের মুখোমুখি হয় বিশ্ববাসী। তীব্র সংক্রামক ও মারণক্ষমতা বিচারে একে কোভিড-১৯ বৈশ্বিক মহামারির তকমা দেয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।

অপ্রস্তুত ছিল বিশ্ব

২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে নিউমোনিয়ার মতো একটি রোগ ছড়াতে দেখে প্রথম চীনের কর্তৃপক্ষ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে সতর্ক করে। এটিকে নভেল করোনাভাইরাসসৃষ্ট কোভিড-১৯ রোগ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। এরপর ২০২০ সালের ১১ জানুয়ারি এই রোগে প্রথম একজনের মৃত্যু হয়। কিন্তু জানুয়ারির শেষ থেকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে থাকে করোনা। মার্চ নাগাদ লাফিয়ে বাড়তে থাকে মৃতের সংখ্যা। শুরু হয় মানবিক বিপর্যয়। জাহাজে করোনা রোগী, কিন্তু সংক্রমণের ভয়ে কোনো দেশই তাঁকে প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে না।

২০২০ সালের ১১ মার্চ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কোভিড-১৯-কে বৈশ্বিক মহামারি হিসেবে ঘোষণা করে। এক রকম স্থবির হয়ে পড়ে গোটা দুনিয়া। তখন বিশ্বের ১১৪ দেশে করোনাভাইরাসের রোগী ছিল। এক বছরের মধ্যে জিনেটিক মিউটেশনের ফলে ভাইরাসটি বেশ কয়েকবার রূপ বদলেছে। রূপ বদলে নতুন ধরনে আরো বেশি সংক্রামক ও প্রাণঘাতী হয়েছে রোগটি। আরো সক্রিয় হচ্ছে করোনা। চলছে দ্বিতীয় ঢেউ। করোনার টিকা আবিষ্কার হলেও এখনো অস্বস্তিতেই বিশ্ববাসী। মহামারি ঘোষণার মাত্র বারো মাসের ব্যবধানে বিশ্বের ২১২টি দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষ এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে, হারিয়ে গেছে ত্রিশ লাখ প্রাণ। ২০২১ সালের ১৪ এপ্রিল বাংলা নতুন বছরের

প্রথম দিনে রেকর্ড ৯৬ জনের মৃত্যু হয়েছে আমাদের দেশে, কোথায় গিয়ে থামবে কোভিড-১৯ তা জানা নেই কারো।

প্রতিরোধে সচেষ্ট বাংলাদেশ

২০২০ সালের ৮ মার্চ বাংলাদেশে প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়। বৈশ্বিক এই ভাইরাস সংক্রমণের ব্যাপকতা ঠেকানো সম্ভব না। তাই করোনাভাইরাস প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধে জোর দেওয়া হয়। আক্রান্ত ব্যক্তির কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্বে থাকা এবং পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা ছাড়া সুরক্ষিত থাকার আর কোনো উপায় নেই। বাংলাদেশ সরকারও দফায় দফায় বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে। করোনা পরীক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ, আইসিইউ শয্যা বৃদ্ধি, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ, বিদেশগামী সকল ফ্লাইট বন্ধ ঘোষণার পাশাপাশি করোনাভাইরাসের ব্যাপক সংক্রমণ রোধ করতে সরকার প্রথম দফায় ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে দেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করে। বন্ধ রাখা হয় সব ধরনের দোকানপাট, বাণিজ্য তথা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বন্দরের বেলায় তো আর এ পরিস্থিতি খাটে না। ওষুধ ও জরুরি পণ্য পরিবহনসহ বন্দরগুলোও এ নিষেধাজ্ঞার বাইরে ছিল।

সজাগ ছিল চট্টগ্রাম বন্দর

গত বছরের মার্চে বন্দর ভবনে অনুষ্ঠিত এক জরুরি সভায় সমুদ্রপথে করোনাভাইরাস প্রবেশ প্রতিরোধে জাহাজের ক্যাপ্টেন এবং এজেন্ট কর্তৃক জাহাজ বহির্নোঙরে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ বিষয়ে যথাযথ ঘোষণা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। বন্দরে আসা জাহাজের মাস্টারকে পোর্ট লিমিটে আসার সঙ্গে সঙ্গে ঘোষণা দিতে হবে যে, ওই জাহাজে করোনাভাইরাস আক্রান্ত নাবিক নেই। এ ছাড়া অন্য দেশ থেকে আগত জাহাজগুলো শেষ বন্দর ছেড়ে আসার ১৪ দিন পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে থাকবে। চট্টগ্রাম বন্দর জলসীমায় পৌঁছানোর পর শতভাগ নাবিকের পোর্ট হেলথ অফিসার কর্তৃক স্ক্যানিংয়ের মাধ্যমে নিরাপদ ঘোষণা করলেই কেবল বন্দরে ঢোকার অনুমতি মিলবে। বিদেশ থেকে বন্দরে আসা জাহাজের ভিনদেশি নাবিকদের শোর পাস (নগরে প্রবেশের পাস) ইস্যু করা হচ্ছে না। একই সঙ্গে কোনো জাহাজের নাবিক বদলির সুযোগও বন্ধ রাখা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিত করতে অনলাইন বার্থিং মিটিং আয়োজনের চেষ্টা চলছে। তবে বাংলাদেশের কনটেনারাইজড পণ্যের হাব কলম্বো, সিঙ্গাপুর ও মালয়েশিয়ার তানজুং পেলেপাস বন্দর থেকে আগত কনটেইনার ফিডার জাহাজগুলো এই ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইন বাধ্যবাধকতার বাইরে থাকছে। সেই সাথে বন্দর ইমিগ্রেশন ডেস্কে পোর্ট হেলথ অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে।

বন্দরের কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের প্রধান দুটি টার্মিনাল এনসিটি ও সিসিটির অপারেটর সাইফ পাওয়ারটেক লিমিটেড। প্রতিষ্ঠানটির চিফ অপারেটিং অফিসার (সিওও) ক্যাপ্টেন তানভীর হোসেন জানান, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বন্দরে। জ্বর মেপে হাত ধোয়া নিশ্চিত করে সবাইকে বন্দরের অভ্যন্তরে ঢোকানো হচ্ছে। সবচেয়ে বড় কথা, কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের কাজে যারা জাহাজে উঠছেন তাদের ওঠার সময় একবার পুরো শরীরে জীবাণুনাশক স্প্রে করে দেওয়া হচ্ছে, আবার নামার সময় আরেকবার স্প্রে করা হচ্ছে। কর্মীদের জন্য সাবান, পানি, হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও জীবাণুনাশক স্প্রেরও ব্যবস্থা করেছে প্রতিষ্ঠানটি। ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মাইগ্রেশন (আইওএম), বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের যৌথ উদ্যোগে বন্দরের কর্মকর্তা এবং ডাক্তারদের বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত করা হয়, যার সার্বিক তত্ত্বাবধানে রয়েছেন পোর্ট হেলথ অফিসার।

জাহাজ থেকে হাসপাতালে দ্রুত রোগী স্থানান্তরের জন্য বন্দরের অ্যাম্বুলেন্স শিপ প্রস্তুত রাখা হয়েছে। বন্দর ইমিগ্রেশন ডেস্কে পোর্ট হেলথ অফিসারের তত্ত্বাবধানে একটি মেডিকেল টিম সার্বক্ষণিক দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। কোনো নাবিক বাইরে যেতে চাইলে মেডিকেল স্ক্রিনিংয়ে সুস্থতা সাপেক্ষেই শুধু অনুমতি দেওয়া হবে।

বন্দরের সকল বিভাগের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিরাপত্তার জন্য হ্যান্ড হেল্ড থার্মোমিটার, মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, পিপিই (পার্সোনাল প্রটেকশন ইকুইপমেন্ট), ব্লিচিং পাউডার, প্রটেকটিভ গগলস এবং জীবাণুনাশক তরল ও সাবান সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে। করোনাভাইরাস প্রতিরোধে বন্দর ভবন, সংলগ্ন স্থাপনা, বিভিন্ন ইয়ার্ড, জেটি এবং আবাসিক এলাকায় নিয়মিত বিরতিতে জীবাণুনাশক ছিটাচ্ছে বন্দর ফায়ার সার্ভিস।

গত বছরের ২৭ মে থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদের কার্যালয়ে সম্ভাব্য রোগীদের জন্য নমুনা সংগ্রহ বুথ স্থাপন করা হয়। একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসক ও একজন প্যাথলজিস্ট এ নমুনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত আছেন। সংগৃহীত নমুনা চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ল্যাবে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সেখান থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বন্দরের ওয়েবসাইটে অনলাইনে দিয়ে দেওয়া হয়।

ডেডিকেটেড কোভিড ইউনিট

সর্বোচ্চ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার পরও বন্দরের ট্রাফিক, যান্ত্রিক, প্রশাসনসহ সকল বিভাগের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী আক্রান্ত হন। এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১৮ জন মৃত্যুবরণ করেছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে। ফলে বন্দর সচল রাখতে কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। বন্দরের সকল শ্রেণির কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্য মিলিয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার মানুষের জন্য বিশেষায়িত ৫০ শয্যার কোভিড ইউনিট চালু হয় বন্দর হাসপাতালে। গত বছরের ১ জুলাই বন্দর হাসপাতালের নতুন ভবনের সি-ব্লকে কোভিড-১৯ ইউনিটের উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। ১৩ জন ডাক্তার, ৩৬ জন নার্সসহ মোট ১৫৯ জন চিকিৎসাকর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে এখানে। করোনা আক্রান্ত রোগীর মাত্রাভেদে বিভিন্ন সময় অক্সিজেন সাপোর্ট প্রয়োজন হয়। প্রতি সেকেন্ডে অক্সিজেন মাত্রা সঠিকভাবে নির্ণয় করার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি লাগে। গুরুতর রোগীদের ভেন্টিলেশন দরকার হয়। এসব বিষয় মাথায় রেখে সংক্রমিত রোগীদের চিকিৎসায় নিরবচ্ছিন্ন হাই ফ্লো অক্সিজেন সাপ্লাই, ফ্লোমিটার, হাই ফ্লো ন্যাজাল ক্যানুলা, অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর, ভেন্টিলেটর ও অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়েছে, যার সিংহভাগই বন্দরের নিজস্ব অর্থায়নে।

ইতিমধ্যে সরকারি প্রতিনিধি দল চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে টিকা প্রদানের সুবিধাদি পরিদর্শন করেছে এবং টিকা প্রদান ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক ও নার্সদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। এ বছর ১১ এপ্রিল বন্দর হাসপাতালে পরীক্ষামূলকভাবে টিকা প্রদান কার্যক্রম পরিচালনার পরদিন ১২ এপ্রিল থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালে টিকা প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। বন্দর হাসপাতাল কেন্দ্রে টিকাগ্রহণে ইচ্ছুক নাগরিকেরা সুরক্ষা অ্যাপে বা সফটওয়্যারে তাঁদের রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করতে

সরেজমিনে চট্টগ্রাম বন্দর পরিদর্শন শেষে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী করোনাভাইরাসসৃষ্ট পরিস্থিতিতে বন্দর সচল রাখার বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন

২০২০ সালে এপ্রিল-মে মাসে
১৩৮ কোটি টাকা প্রণোদনা হিসেবে
সুবিধা প্রদান করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

বন্দর ইয়ার্ডে
রিফার কনটেইনার সংরক্ষণ ক্যাপাসিটি
রয়েছে ২ হাজার ৬০০ টিইইউ

বন্দর সচল রাখতে কর্মীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সঠিক চিকিৎসাপ্রাপ্তির বিষয়টি সামনে রেখে সকল শ্রেণির কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যের জন্য বিশেষায়িত ৫০ শয্যার কোভিড ইউনিট চালু হয় বন্দর হাসপাতালে

পারবেন। সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কাছে বন্দর কর্তৃপক্ষ চিঠি দেওয়ার প্রেক্ষিতে নতুন টিকাদান কেন্দ্রে পরিণত হলো বন্দর হাসপাতাল। চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য বন্দর হাসপাতালে ১১১ নম্বর কক্ষে রেজিস্ট্রেশন সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।

করোনার প্রভাব বন্দরে

লকডাউনের কবলে পড়ে ইতিমধ্যে বিশ্বের অর্থনীতি ধসে গেছে, ইউরোপ-আমেরিকার উন্নত দেশগুলোর স্বাস্থ্যসেবা ভেঙে পড়েছে। অথচ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হলে সাপ্লাই চেইন তথা বন্দরগুলোকে সচল রাখতেই হবে, এর কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের অর্থনীতির লাইফলাইন চট্টগ্রাম বন্দর, যার স্লোগান হলো, 'কান্ট্রি মুভস উইথ আস'। দেশের মোট আমদানির ৮২ শতাংশ আর রপ্তানির ৯১ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করে চট্টগ্রাম বন্দর। সুতরাং আমদানি-রপ্তানির এই গতিতে সামান্যতম নেতিবাচক প্রভাব পড়লে তা পুরো দেশের অর্থনীতির ওপরই বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে যদি ডাক্তার আর নার্সরা সম্মুখযোদ্ধা হন, তাহলে তাঁদের হাতিয়ার হলো চিকিৎসায় ব্যবহৃত সকল সরঞ্জাম। দেশে কোভিড-১৯ এর বিরুদ্ধে চলা যুদ্ধের যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল, কেমিক্যাল, ওষুধসহ সব ধরনের নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর স্বাভাবিক সরবরাহ বজায় রাখতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বিরামহীনভাবে কাজ করে যাচ্ছেন চট্টগ্রাম বন্দরের সকল স্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী। বিশ্বব্যাপী মৃত্যু ও আতঙ্কের ভয়াল থাবা মেলে দেওয়া কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ ঠেকাতে গত বছর দেশে চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যেও কিন্তু চট্টগ্রাম বন্দরের পণ্য ওঠানামা-সরবরাহ কাজ ২৪ ঘণ্টা সচল ছিল। এর সাথে সামঞ্জস্য রেখে বন্দর ব্যবহারকারী বেশ ক'টি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমও ছিল অবাধ। খোলা ছিল পণ্য শুল্কায়নে জড়িত চট্টগ্রাম কাস্টমসের কার্যক্রমও, তবে সীমিত আকারে। ২০২০ সালের ২৬ মার্চ থেকে শুধু জরুরি খাদ্যপণ্য, ওষুধসহ নির্দিষ্ট কিছু পণ্যের শুল্কায়ন করে কাস্টম হাউস। এর ফলে চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারজট বাড়তে থাকে। অবশ্য সরকারি-পরবর্তী নির্দেশে কাস্টমসের কাজও পুরোদমে সচল হয়। দিনে তিন ঘণ্টা করে খোলা রাখা হয় বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম। কিন্তু বন্দর ব্যবহারকারী সরকারি-বেসরকারি সবগুলো সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে সমন্বয় না থাকায় বন্দর থেকে পণ্য সরবরাহ কমে যায়। আগে দিনে যেখানে চার থেকে সাড়ে চার হাজার টিইইউ পণ্যভর্তি কনটেইনার বন্দর থেকে সরবরাহ নিতেন ব্যবসায়ীরা, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সামাজিক দূরত্ব নিশ্চিতে সাধারণ ছুটি ঘোষণার পর ডেলিভারির সংখ্যা নেমে আসে দৈনিক ৫০০-৭০০ কনটেইনারে। কমতে কমতে এমনকি একেবারে শূন্য ডেলিভারির দিনও দেখেছে বন্দর।

ঘোষিত সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে রোস্টার অনুযায়ী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাধ্যমে চলছে সকল বিভাগের কার্যক্রম। গত বছর ২৬ মার্চ সাধারণ ছুটি শুরুর সময় থেকে বন্দর দিয়ে আমদানি করা সব ধরনের কনটেইনার রাখার ভাড়ায় অর্থাৎ স্টোর রেন্ট সুবিধায় সম্পূর্ণ ছাড় দিয়েছিল চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সাধারণ ছুটির কারণে বেশির ভাগ সংস্থার সেবার আওতা সীমিত করায় এই ছাড় দেওয়া হয়। কিন্তু এ সুবিধা নিয়ে বেশকিছু আমদানিকারক নির্দিষ্ট সময়ে বন্দর থেকে কনটেইনার ছাড়িয়ে না নেওয়ায় পণ্যজট আরো বেড়ে গেলে প্রায় এক মাস পর ২০ এপ্রিল, ২০২০ থেকে তা প্রত্যাহার করে নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ।

পরে বিজিএমইএর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু তৈরি পোশাক কারখানার কাঁচামালের জন্য দ্বিতীয়বার স্টোর রেন্ট মওকুফ করে চট্টগ্রাম বন্দর। তবে এই সুবিধা সবার জন্য নিশ্চিত করতে বন্দরের অনুরোধে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনায় নিলে আবার সব ধরনের পণ্যের জন্য ছাড়ের অনুমোদন মেলে। করোনায় লকডাউনজনিত কারণে দুই দফা স্টোর রেন্ট মওকুফ করায় গত বছর শুধু এপ্রিল-মে মাসে ব্যবসায়ী ও শিল্পমালিকদের ১৩৮ কোটি টাকা প্রণোদনা হিসেবে সুবিধা প্রদান করেছে চট্টগ্রাম বন্দর। এতে বন্দর দুই ধরনের ক্ষতির মুখে পড়ে। প্রথমত ১৩৮ কোটি টাকার রাজস্ব আয় কম, দ্বিতীয়ত উক্ত পণ্য দীর্ঘদিন সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য অপারেটিং ব্যয়জনিত ক্ষতি অন্তত ২০ থেকে ৩০ কোটি টাকা। তাছাড়া এই রাজস্ব আয় কম হওয়া মানে রাষ্ট্রেরও আয় কম হওয়া। কারণ বন্দরের আয়ের ওপর ২৫ শতাংশ হারে আয়কর পেয়ে থাকে সরকার।

সংকটে রিফার কনটেইনার ব্যবস্থা

রিফার কনটেইনার হচ্ছে, বড় ধরনের ডিপ ফ্রিজ। এসব কনটেইনারে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত পণ্য যেমন ফলমূল, আদা, মাছ, মাংস, শাকসবজি, ক্ষেত্রবিশেষে পেঁয়াজ, দুধ, ফুল, ফার্মাসিউটিক্যালস আইটেম পরিবহন করতে ব্যবহৃত হয়। এসব কনটেইনার জাহাজে তোলার পর জাহাজেই বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে রাখা হয়। আবার বন্দরে নামানের পর খালাস না হওয়া পর্যন্ত বন্দর কর্তৃপক্ষ এসব কনটেইনারে বৈদ্যুতিক সংযোগ দিয়ে রাখে ভেতরের পণ্য সতেজ রাখতে। চট্টগ্রাম বন্দর ইয়ার্ডে বিশেষায়িত এসব কনটেইনার রাখার জন্য ডেডিকেটেড বিদ্যুৎ সরবরাহ প্রয়োজন হয়। বন্দর ইয়ার্ডে রিফার কনটেইনার সংরক্ষণের জন্য বৈদ্যুতিক প্লাগ পয়েন্ট রয়েছে ১ হাজার ৪০০-এর সামান্য বেশি। আর ইয়ার্ডে রিফার কনটেইনার সংরক্ষণ ক্যাপাসিটি রয়েছে ২ হাজার ৬০০ টিইইউ। প্লাগ পয়েন্টের চেয়ে ইয়ার্ডে রিফার কনটেইনারের স্তূপ বেড়ে গেলে প্লাগ পয়েন্ট ব্যবহারে রেশনিং করা হয়। ৩-৪ ঘণ্টা পরপর প্লাগ পয়েন্ট পরিবর্তন করে অন্য কনটেইনারে দেওয়া হয়। করোনা পরিস্থিতিতে রিফার কনটেইনারের স্তূপ বেড়ে গেলে এভাবেই রেশনিং পদ্ধতিতে কোনো রকমে চলে আসছিল। রিফার কনটেইনার স্বাভাবিক গতিতে ডেলিভারি না হওয়ায় ইয়ার্ডে রিফার কনটেইনারের বর্ধিত ধারণক্ষমতাও ছাড়িয়ে যায়। এর মধ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ করোনা পরিস্থিতির প্রণোদনা হিসেবে সব ধরনের কনটেইনারের ওপর শতভাগ স্টোর রেন্ট মওকুফের ঘোষণা দিলেও রিফার কনটেইনার ডেলিভারিতে ধীরগতি থেকেই যায়। ইয়ার্ডে বিশেষায়িত এসব কনটেইনার রাখার স্থানাভাবের কারণে জাহাজ থেকে কনটেইনার খালাসেও সমস্যা হতে থাকে। কারণ এতে জাহাজের সেইলিং (বন্দর ত্যাগ) ও টার্ন অ্যারাউন্ড টাইম (গড় অবস্থানকাল) উভয়ই বৃদ্ধি পায়।

চট্টগ্রাম বন্দর এবং তৎসংলগ্ন এলাকায় কোল্ড চেইন লজিস্টিকের অভাব প্রকট হয়ে ওঠে এ দুর্যোগে। রিফার বা অন্যান্য কনটেইনারের মাধ্যমে আমদানিকৃত খাদ্যজাতীয়/কৃষিজাত পণ্যের ক্ষেত্রে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন এবং পরমাণু শক্তি কমিশন রেডিয়েশন সনদ প্রয়োজন হয়। লকডাউনের কারণে এই কার্যালয়গুলো যথাযথ সার্ভিস না দেওয়ায় এ জাতীয় কনটেইনার ডেলিভারি সীমিত হয়ে পড়ে। বন্দরের অভ্যন্তরে প্লান্ট কোয়ারেন্টাইন, এটমিক এনার্জি কমিশন, বিএসটিআই, বিজিএমইএ এবং বেজার কার্যালয়ের প্রয়োজন তীব্রভাবে অনুভূত হয় এ সময়।

সংকট কাটাতে একযোগে প্রচেষ্টা

চট্টগ্রাম বন্দরের কনটেইনার ধারণক্ষমতা ৪৯ হাজার ১৮ টিইইউ (প্রতিটি ২০ ফুট দৈর্ঘ্যের কনটেইনারকে এক একক ধরে)। বন্দরের হিসাবে ২০২০ সালের ১৪ এপ্রিল দিন শেষে জমা ছিল ৪৭ হাজার ৪১৩ টিইইউ কনটেইনার। বিশেষ ব্যবস্থায় কিছু খালি জায়গায় এবং নির্মাণাধীন ওভারফ্লো ইয়ার্ডে নিরাপত্তাঝুঁকি নিয়েও

আমদানি কনটেইনার সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। গত বছর ১৫ এপ্রিল অন্তত ১৫ থেকে ২০ হাজার টিইইউ কনটেইনার বন্দর ইয়ার্ড থেকে সরিয়ে বেসরকারি কনটেইনার ডিপোতে (আইসিডি) পাঠানোর জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের অনুমোদন চেয়ে চিঠি পাঠানো হয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ে। সেই সাথে পরিস্থিতি সামাল দিতে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে লকডাউনের মধ্যে গেল বছর বাংলা নববর্ষের প্রথম দিন ১৪ এপ্রিল সার্কিট হাউসে বন্দর কর্তৃপক্ষ, বন্দর ব্যবহারকারী, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি ও গোয়েন্দা সংস্থার প্রধানদের উপস্থিতিতে জরুরি সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় চট্টগ্রামের বিভাগীয় কমিশনার, বন্দরের চেয়ারম্যান, চট্টগ্রাম কাস্টমস কমিশনার, সিটি মেয়র, ডিজিএফআইয়ের কমান্ডার, চট্টগ্রাম বন্দরের দুই পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ও সদস্য (হারবার অ্যান্ড মেরিন) উপস্থিত ছিলেন। বন্দরের অচলাবস্থা উত্তরণে এই সভা টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে কাজ করে।

সাধারণত চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে আমদানি হওয়া ৩৮ ধরনের পণ্যবাহী কনটেইনার বেসরকারি ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপোগুলোতে (আইসিডি) নিয়ে খালাস করা হয়। লকডাউনজনিত স্থবিরতার ফলে গত বছর ১৮ এপ্রিল এনবিআরের এক আদেশে আরো ছয় ধরনের এবং ২৩ এপ্রিল আরেক আদেশে সকল ধরনের পণ্য অফডকগুলোতে নিয়ে খালাসের অনুমোদন দেওয়া হয়। তবে তিনটি শর্ত সাপেক্ষে। অফডকগুলোতে স্থানান্তরের সময় শতভাগ কনটেইনার আবশ্যিকভাবে স্ক্যানিং ও স্ক্যানিং রিপোর্ট সংরক্ষণ করতে হবে। অফডকে স্থানান্তরিত সব বাণিজ্যিক পণ্যের চালান অবশ্যই কাস্টম হাউস, চট্টগ্রাম এবং শুল্ক গোয়েন্দা ও অধিদপ্তরের প্রতিনিধির সমন্বয়ে শতভাগ কায়িক পরীক্ষা করে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নিতে হবে। ৩০ জুনের পর জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এ আদেশ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায় যা আর বর্ধিত করা হয়নি।

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর পরিদর্শন

নতুন করোনা পরিস্থিতিতে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদানের জন্য ২৩ এপ্রিল ঢাকা থেকে ছুটে আসেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী এমপি এবং নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী। বন্দর ভবনে অনুষ্ঠিত বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ব্যবহারকারীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভা শেষে প্রেস ব্রিফিং এ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী ও সচিব পণ্যজট ৫০ শতাংশ হ্রাসের আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এরপর সরেজমিনে বন্দর পরিদর্শনের সময় প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যানসহ পর্ষদ সদস্যবৃন্দ।

করোনাভাইরাস প্রতিরোধে প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে এক দিনের বেতন জমা দিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। এপ্রিল মাসের বেতন থেকে বন্দরের প্রায় ৬ হাজার কর্মীর এক দিনের বেতন বাবদ ২৯ লাখ ৪২ হাজার ২০৪ টাকা তহবিলের ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তর করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এর আগে নৌপরিবহন মন্ত্রাণালয়ের মাধ্যমে বন্দরের তহবিল থেকে এককালীন ২৫ কোটি টাকা অনুদান দেওয়া হয়।

করোনায় স্থিতিশীল বাজার

বন্দরে বর্তমানে প্রতিটি জাহাজকে এক দিন বাড়তি অপেক্ষার জন্য গুনতে হয় প্রায় আট লাখ টাকা, যা শেষ পর্যন্ত ভোক্তার ওপরই বর্তায়। মহামারি শুরু থেকে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ ওষুধসামগ্রী এবং আদা, রসুন, পেঁয়াজের বাজার স্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে এসব পণ্য নিয়ে আসা জাহাজকে অগ্রাধিকারভিত্তিতে জেটিতে প্রবেশের সুযোগ করে দিয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে বাজারদর ও সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার লক্ষ্যে বন্দর কর্তৃপক্ষ এ বিশেষ ব্যবস্থা নেয়। বন্দরের পরিবহন বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, যেসব জাহাজে অন্তত ১৫০ বক্স ধরনের পণ্য অথবা এর যেকোনো একটি পণ্য ৫০ বক্স বা তার বেশি থাকলে সেটা জেটিতে ভেড়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তবে একসঙ্গে কেবল একটি জাহাজ এই সুবিধা পাবে। অর্থাৎ এভাবে বার্থ পাওয়া একটি জাহাজ নোঙর তোলার পর অনুরূপ আরেকটি জাহাজ প্রবেশের সুযোগ পাবে। বন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রে জানা যায়, একই সময়ে একাধিক জাহাজ থাকলে সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সংখ্যক কনটেইনারের ভিত্তিতে অগ্রাধিকারপ্রাপ্তি বিবেচনায় নেওয়া হচ্ছে।

দেশের সাপ্লাই চেইন স্বাভাবিক রাখতে যত দ্রুত সম্ভব পণ্য খালাস করে নেওয়ার জন্য আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছেও চিঠি দিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। পণ্য খালাস নেওয়ার জন্য বন্দরের কাছ থেকে সরাসরি আমদানিকারকদের কাছে চিঠি দেওয়ার মতো উদ্যোগ সাম্প্রতিক সময়ে এই প্রথম। বন্দর চত্বরে যাদের আমদানি করা পণ্য পড়ে রয়েছে, তাদের কাছে পৃথক পৃথক চিঠি দিয়ে তা খালাসের জন্য এই চিঠি দেওয়া হয়। আবার চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফ্রেশ ফ্রুটস ইম্পোর্টার অ্যাসোসিয়েশন, বাংলাদেশ ফল ব্যবসায়ী সমিতিকেও পৃথক চিঠি দেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ। যেসব পণ্যের ক্ষেত্রে বন্দরে রাখার নির্দিষ্ট সময়সীমা পেরিয়ে গেছে, সেগুলো নিলামে তুলতে কাস্টমস কর্তৃপক্ষকে আরএল (রিমুভ লেটার) পাঠায় চট্টগ্রাম বন্দর। ভোগ্যপণ্যের কনটেইনার দীর্ঘদিন পড়ে থাকলে পণ্যের গুণগত মান নষ্ট হয়ে বাণিজ্যিক মূল্য হারায়।

ধীরে ধীরে ছন্দে ফেরা

দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দরের কনটেইনার ও জাহাজজট কমাতে নেওয়া বিভিন্ন উদ্যোগের সুফল মিলতে থাকে। লকডাউনের মধ্যেও দ্রুততম সময়ে স্বাভাবিক হয় কনটেইনারজট। ২০২০ সালের ৩০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত আগের ৪৮ ঘণ্টায় বন্দর থেকে ৮ হাজার ৬৮২ টিইইউ কনটেইনার ডেলিভারি দেওয়া হয়। ডেলিভারি বাড়ায় বন্দর এলাকায় কনটেইনারবাহী প্রাইম মুভার, ট্রেইলার, কাভার্ড ভ্যান, ট্রাক চলাচলও বাড়তে থাকে।

বিশ্বব্যাপী করোনার প্রভাবে আমদানি সবচেয়ে বেশি কমেছে ২০২০ সালের এপ্রিল, মে ও জুনে। তবে জুলাই থেকে ধারাবাহিকভাবে পণ্যের হ্যান্ডলিং বাড়তে থাকে। ওই মাসে আমদানি পণ্যভর্তি কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে ১ লাখ ২৩ হাজার ৮০৮ টিইইউ (টোয়েন্টি ফুট ইকুইভ্যালেন্ট ইউনিটস)। এরপর যথাক্রমে আগস্টে ১ লাখ ২৬ হাজার ৮০৩, সেপ্টেম্বরে ১ লাখ ২৮ হাজার ৬৮, অক্টোবরে ১ লাখ ৩৯ হাজার ৬৩৫ ও নভেম্বরে ১ লাখ ২১ হাজার ১২১ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে। সেপ্টেম্বর থেকে আমদানি বাণিজ্যে আগের গতি পুরোপুরি ফিরে পায় চট্টগ্রাম বন্দর। মূল ইয়ার্ডের সঙ্গে ইনল্যান্ড কনটেইনার ডিপো (আইসিডি) ও ইনল্যান্ড কনটেইনার টার্মিনালের (আইসিটি) হ্যান্ডলিং কার্যক্রমও যুক্ত হয়েছে এ হিসাবে। কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের ভিত্তিতে গেল বছর লয়েডস লিস্ট যে শীর্ষ ১০০ বন্দরের তালিকা করেছে, তাতে ৫৮তম অবস্থানে রয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। কিন্তু কোভিড এসে ব্যাহত হয়েছে বন্দরের এ অগ্রযাত্রা। অথচ গত পাঁচ বছরের হিসাব বিবেচনায় নিলে এ বন্দরে পণ্যের ওঠানামায় গড়ে সাড়ে ৯ থেকে ১০ শতাংশ করে প্রবৃদ্ধি হচ্ছিল।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম বন্দরের রপ্তানি পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে কোভিডের প্রভাব সবচেয়ে বেশি দৃশ্যমান হয় গত এপ্রিল ও মে মাসে। ওই দুই মাসে যথাক্রমে ১৪ হাজার ৭৪৪ ও ৩৩ হাজার ৮৩৬ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে। পরের দুই মাস

খালাস না হওয়ায় এভাবেই বন্দরে পড়ে ছিল পচনশীল পণ্য পরিবাহী রিফার কনটেইনারগুলো। স্বাভাবিক গতিতে ডেলিভারি না হওয়ায় ইয়ার্ডে রিফার কনটেইনারের বর্ধিত ধারণক্ষমতাও ছাড়িয়ে যায়। ফলে জাহাজ থেকে কনটেইনার খালাসেও সমস্যা হতে থাকে।

২০২০ সালের এপ্রিল ও মে মাসে যথাক্রমে
১৪ হাজার ৭৪৪ ও ৩৩ হাজার ৮৩৬ টিইইউ
কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয়েছে চট্টগ্রাম বন্দরে

একই বছর জুলাই মাসে
চট্টগ্রাম বন্দর ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর
হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে

রপ্তানিতে কিছুটা গতি এলে জুনে ৫২ হাজার ১৪৯ টিইইউ ও জুলাইয়ে ৭৪ হাজার ৮৪৯ টিইইউ কনটেইনার হ্যান্ডলিং হয় বন্দর দিয়ে।

এরই মধ্যে নতুন উচ্চতায়

করোনার ধাক্কায় গত বছরজুড়ে যেখানে আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যসহ সব ধরনের ব্যবসায় ছিল মন্দাভাব। তেমন এক বছরে চট্টগ্রাম বন্দর ইতিহাসের অংশ হয়েছে প্রথমবারের মতো। চট্টগ্রাম বন্দরের ইতিহাসের পাতায় গত জুলাই মাসের কথা লেখা থাকবে সবসময়। এই মাসে চট্টগ্রাম বন্দর ট্রানজিট-ট্রান্সশিপমেন্ট বন্দর হিসেবে বিশ্বে পরিচিতি পেয়েছে। এই বন্দর দিয়ে আগেও নেপালের ট্রানজিট পণ্য পরিবহন হয়েছে। তবে আনুষ্ঠানিক ট্রানজিট চুক্তির আওতায় এই বন্দর হয়ে সড়কপথে ভারতে পণ্য নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে গত জুলাইয়ে।

করোনা মহামারির মধ্যে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে গিয়ে বন্দরের বেশ কয়েকজন কর্মকর্তা আক্রান্ত হয়েছেন, মারাও গেছেন অনেকে। এমন বৈরী পরিস্থিতিতেও এ বন্দর ছোটো আকারে হলেও ট্রানজিট ও ট্রান্সশিপমেন্টের পণ্য পরিবহন করে সক্ষমতা দেখিয়েছে। উল্লেখ্য, চট্টগ্রাম বন্দর মূলত প্রান্ত বন্দর, অর্থাৎ শেষ ব্যবহারকারীর হাতে পণ্য পৌঁছে দেওয়ার বন্দর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

দ্বিতীয় ঢেউয়ের ধাক্কা

চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে করোনার প্রভাব কিছুটা কাটিয়ে দেশে শিল্প-কারখানা সচল হতে থাকলে সরকারি প্রকল্পের আমদানির পাশাপাশি সক্রিয় হতে শুরু করেন বেসরকারি আমদানিকারকরা। বন্দরের আমদানি পরিচালন কার্যক্রমেও গত ছয় মাসে ইতিবাচক চিত্র দৃশ্যমান হতে থাকে ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু রপ্তানির ধারাবাহিকতায় ফের ধাক্কা দিয়েছে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে ইউরোপের দেশগুলোতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দফায় লকডাউনের কারণে আবারো স্থবিরতা নেমে এসেছে রপ্তানি কার্যক্রমে। এতে চট্টগ্রাম বন্দরে আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় রপ্তানি কনটেইনার হ্যান্ডলিং।

বছরের ১৪ এপ্রিল থেকে শুরু হয় দেশে দ্বিতীয় পর্যায়ের লকডাউন। ১৩ এপ্রিল চট্টগ্রাম বন্দরের পরিচালক (প্রশাসন) স্বাক্ষরিত এক অফিস আদেশে ঘোষিত সরকারি ছুটির মধ্যে বন্দরের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় এবং কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

- চট্টগ্রাম বন্দরের নৌ-বিভাগ বন্দরে আগত জাহাজের জন্য পাইলটিং সার্ভিস যথারীতি চালু রাখবে। তার আগে আইএমও এবং ডব্লিউএইচও ঘোষিত পদ্ধতি অনুসারে জাহাজের নাবিকদের কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাহাজ বার্থিং করাবে। এছাড়া ভিটিএমআইএস এবং ভিটিএসএস সার্বক্ষণিক সচল থাকবে।

- পরিবহন বিভাগ বন্দরে আগত জাহাজসমূহতে পণ্য ওঠানামার যাবতীয় কার্যক্রম আগের মতোই ২৪/৭ সম্পাদন করবে। ন্যূনতম জনবল দিয়ে কাস্টম বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত ক্লিয়ারেন্সের পর দ্রুততার সাথে পণ্য ডেলিভারির ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের নিরাপত্তা বিভাগ বন্দরের নিরাপত্তা-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ করবে।

- চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের সেবা কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু থাকবে। চিফ মেডিকেল অফিসার প্রয়োজন অনুযায়ী চিকিৎসক ও নার্সদের রোস্টার দায়িত্ব বণ্টন করবেন। পাশাপাশি অ্যাম্বুলেন্সসহ অন্যান্য সুবিধাদি সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখবেন।

- যান্ত্রিক বিভাগ বন্দরের সকল যন্ত্রপাতি সার্বক্ষণিক সচল রাখার নিশ্চয়তা বিধান করবে এবং প্রয়োজনীয় ন্যূনতম জনবল বিভিন্ন ওয়ার্কশপে দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত রাখবে। এছাড়া প্রতিদিন প্রয়োজনীয় সংখ্যক ইসিএম চালককে দায়িত্ব পালনের জন্য সার্বক্ষণিক প্রস্তুত রাখবে। ভাড়ায় চালিত গাড়িসমূহের ব্যবহার সীমিত রাখবে। লকডাউন/গণপরিবহন বন্ধ হয়ে গেলে যান্ত্রিক বিভাগ শিডিউল করে বিভিন্ন শিফটে কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের পরিবহনের ব্যবস্থা করবে।

- বিদ্যুৎ বিভাগ ২৪/৭ চট্টগ্রাম বন্দরের অভ্যন্তরে অপারেশনাল এরিয়াসহ সকল পয়েন্টে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করবে।

- চট্টগ্রাম বন্দরের ফায়ার সার্ভিস টিম যথারীতি ২৪/৭ দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

- বন্দরের সিস্টেম অ্যানালিস্ট সিটিএমএস এবং আইসিটি বেইজড সুবিধাদি সচল রাখবে।

- পুরকৌশল বিভাগ বিভিন্ন সেবা প্রদানের জন্য একটি ইমার্জেন্সি রেসপন্স টিম প্রস্তুত রাখবে। টিমের মোবাইল নম্বর, ইমেইল ঠিকানা ইত্যাদি পরিচালক (প্রশাসন), চবক (চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ) এর নিকট প্রেরণ করবেন।

- বন্দরের দাপ্তরিক ও অপারেশনাল কার্যক্রম নির্বিঘ্ন রাখার লক্ষ্যে ও প্রশাসনিক প্রয়োজনে বন্দর পর্ষদ সদস্য (প্রশাসন ও পরিকল্পনা) ও সদস্য (অর্থ) পরস্পরের এবং সদস্য (প্রকৌশল) ও সদস্য (হারবার ও মেরিন) একে অপরের প্রতিভূ কর্মকর্তা হিসেবে বিবেচিত হবেন।

- চট্টগ্রাম বন্দর থেকে পণ্য ও কনটেইনার ডেলিভারি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য পরিবহন বিভাগ, শিপিং এজেন্টস, সিঅ্যান্ডএফ এজেন্টস, বার্থ অপারেটরস, টার্মিনাল অপারেটরস, শিপ হ্যান্ডলিং অপারেটরস এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারগণ কাস্টমস বিভাগকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করবেন।

- সকল বিভাগীয় প্রধানগণ জরুরি বিষয়ে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে দাপ্তরিক কাজ সম্পাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন এবং ই-মেইল, টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

- পরিচালক (প্রশাসন), চবক এবং সচিব, চবক বন্দর ভবনের অফিস কার্যক্রম সমন্বয় করবেন। ছুটির দিনসমূহে ন্যূনতম প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী উপস্থিত রাখার ব্যবস্থা করবেন। অন্যান্য সকল কর্মচারী বর্ণিত ছুটিকালীন সময়ে কর্মস্থল ত্যাগ করতে পারবেন না অর্থাৎ বাধ্যতামূলকভাবে বাসায় অবস্থান করবেন। অননুমোদিত কোনো কর্মচারীকে বন্দর ভবনে বা অন্য কোনো দপ্তরে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

- বন্দরের অভ্যন্তরে বা বাইরে করোনা পরিস্থিতি-সংক্রান্ত বিষয়ে পরিচালক (নিরাপত্তা), চবক এবং পরিচালক (পরিবহন), চবক পোর্ট হেলথ অফিসার ডা. মো. মোতাহার হোসেন (টেলিফোন নম্বর +৮৮০৬৫৪৪৫৬৭৮৮) এর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে ২৫২০২২৪ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে।

- অর্থ বিভাগ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতন-আনুতোষিক ইত্যাদি নিয়মিত পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত নাবিকের পরিচর্যায় বন্দর মেডিকেল বিভাগের বিশেষ টিমকে প্রস্তুত রাখা হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দর হাসপাতালের উদ্যোগে ভাইরাসটির সংক্রমণ প্রতিরোধের লক্ষ্য মৌলিক সুস্থতা অনুশীলনের নানাবিধ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

তবু আশা

শুরুতে করোনা নিয়ে নানা ভয়, সিদ্ধান্তহীনতা এবং চিকিৎসার অব্যবস্থাপনায় এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। করোনা বা মহামারির অভিজ্ঞতা সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশেও প্রথম। যেহেতু ভাইরাসটি ছিল নতুন, তাই তার অনেক কিছুই অজানা ছিল। ফলে শুরুতে অনেক কিছুই ঠিক ছিল না। মানুষের মধ্যে সচেতনতা কম ছিল। এখন বারবার হাত ধোয়া, মাস্ক পরিধান করা, ভিড় এড়িয়ে চলার মতো স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পক্ষে সচেতনতা বেড়েছে। ভ্যাকসিন এসে যাওয়ায় মানুষের আতঙ্ক কমেছে।

মহামারির শুরুর দিকে বিভিন্ন গ্রিনহাউস গ্যাস ও অন্যান্য বায়ুদূষণকারী পদার্থের নির্গমন উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেলেও তা পরবর্তীতে আবারো বেড়েছে। সব মিলিয়ে ২০২০ সালে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈরি হওয়ার পরিমাণ প্রায় ছয় শতাংশ কমে যায়। পরিবেশ দূষণের জন্য দায়ী অনেক দেশের অনেক শহরেই এই দূষণের মাত্রা কমে এসেছে করোনার কল্যাণে। পরিবেশবাদীরা ধারণা করছেন, বিশ্বজুড়ে বিমান চলাচলের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ ও যানবাহনের সীমিত চলাচলের কারণে জলবায়ুর ওপর করোনাভাইরাসের দীর্ঘমেয়াদি ইতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে।

করোনাভাইরাস মোকাবিলায় নেওয়া ব্যবস্থা মডেল হিসেবে বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের কাজেও ব্যবহার করার বিষয়ে চিন্তা করা উচিত। কারণ এখনো প্রতিষেধক না থাকায় করোনা থেকে সহসা রেহাই মিলবে না। স্টে হোম, কোয়ারেন্টাইন, অফিস ফ্রম হোম শব্দগুলো আরো বেশ কিছুদিন আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করবে। বৈশ্বিক এ মহামারি চলাকালীন এবং পরবর্তী সময়ে অর্থনীতি আর আগের মতো থাকবে না, এ কথা হলফ করেই বলা যায়। দেশে দেশে মৈত্রী, সহায়তা ও অর্থনীতির নতুন মেরুকরণ হবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আমাদের মতো মধ্যম আয়ের দেশে নাগরিকদের জীবনমান নিশ্চিত করতে হলে চট্টগ্রাম বন্দর ও বন্দর ব্যবহারকারী পক্ষগুলোর মধ্যে সমন্বয় থাকতে হবে। প্রতিষ্ঠানগুলোকে হতে হবে একে অপরের সহায়ক। সার্বিকভাবে বন্দরের কাজ ত্বরান্বিত করার দিকে নজর দিতে হবে সবাইকে। শুধু বন্দরের দক্ষতা বাড়ালে হবে না। সংশ্লিষ্ট অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোর দক্ষতাও বাড়াতে হবে।

অশ্রুলেখায় বন্দরের এক সম্মুখ যোদ্ধা

করোনা আমাদের জীবন বদলে দিয়েছে। লকডাউন, সামাজিক দূরত্ব, মাস্ক আমাদের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু আক্রান্ত হওয়ার আগ পর্যন্ত করোনার ভয়াবহতা আমাদের বোধের বাইরে। যে পরিবারগুলো এর মধ্যে দিয়ে গেছে, প্রিয়জন হারিয়েছে শুধু তারাই তা অনুধাবন করতে পারবেন। আমাদের চারপাশের দেখা অনেক পরিবারের মতোই খুবই স্বল্প ব্যবধানে চট্টগ্রাম বন্দরের প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমানের মা এবং তিনি নিজে মারা যান কোভিড-১৯ এ। পরপর এরকম দুটো মর্মান্তিক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর সহধর্মিণী আফরোজা বিথী। তিন শিশু সন্তানসহ তিনি নিজেও আক্রান্ত হয়েছিলেন করোনায়। করোনা ঝুঁকির কারণে একটু সান্ত্বনাও দিতে আসতে পারেননি আপনজনেরা। আফরোজা বিথীর স্মৃতিচারণে উঠে এসেছে সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা।

আফরোজা বিথী

কোথায় পাবো তারে

গাড়িতে ওর পাশে বসে রইলাম। আর কোনোদিন তো এক গাড়িতে পাশাপাশি কোথাও যাওয়া হবে না আমাদের। নিমতলা বিশ্বরোড মোড় ঘুরে যখন পোর্ট কানেকটিং রোডে উঠল গাড়িটা, শেষ বিকালের কনে দেখা আলো তেরছা হয়ে পড়ল ওর মুখে। প্রিয়তম মুখের দিকে তাকিয়ে থাকি। এরকম কনে দেখা আলোতে বাসার ছাদে আমাদের প্রথম কথা হয়েছিল। পাত্রী হিসেবে আমাকে দেখতে এসেছিল। মানুষটা ছোটখাটো, কিন্তু আপাদমস্তক ভালো। সেই আলোতে বুঝে নিয়েছিলাম আমি। চৌদ্দ বছরের সংসার জীবনে জেনেছি, মানুষটার মধ্যে কোনো ভণিতা নেই। কাউকে খুশি করার জন্য বা কারও পিছে কোনোদিন কথা বলেনি। শুধু এ কারণেই বারবার তার প্রেমে পড়েছি। বন্দরের উপসহকারী প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছে সুনামের সাথে। কখনো কারো কাছে কোনো অভিযোগ শুনিনি তাঁর নামে। কাজঅন্তঃপ্রাণ মানুষটাকে ভালোবাসেন তাঁর সব সহকর্মীরা। কী করে পারলেন তিনি এমন নির্দয় হতে! লাশবাহী গাড়িটা প্রিয় এই মানুষটাকে নিয়ে যাচ্ছে আমার সীমানা ছাড়িয়ে অনেক দূরে। আমি কোথায় পাবো তাঁরে?

আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিনাল বারাচি ওয়াল জুনুনি ওয়াল ঝুজামি ওয়া মিন সায়্যিয়িল আসক্বাম

২০২০ সালের জানুয়ারি। টিভি চ্যানেলের স্ক্রলে প্রায়ই দেখতে পাচ্ছি চীনে আজব এক ভাইরাসে মারা যাচ্ছে অনেক লোক। খুব দ্রুতই চীন থেকে তা ছড়িয়ে পড়ছে সারাবিশ্বে। সেটা নিয়ে দেশের সবার মতোই আতঙ্কিত আমাদের পরিবার। কারো বড় সন্তান, বড় বোন, বড় পুত্রবধূ হিসেবে আমি অভয় দিই। কথায় বলে, চীনারা চেয়ার-টবিল ছাড়া চারপেয়ে সব কিছুই খায়। তাও অর্ধ সেদ্ধ বা কাঁচা। উদ্ভট সব অসুখ ওদের হবে না তো কাদের হবে! নানা রকম কু-যুক্তি দিয়ে ওদের বোঝাতে গিয়ে নিজেও বোধ হয় কিছুটা শান্ত হই। চিন্তা কমে। নইলে আট মাসের বাচ্চা পেটে নানা রকম শারীরিক সমস্যা, দুশ্চিন্তায় ঘুম আর হয় না। ফেব্রুয়ারির শেষ দিনে জন্মালো আমার ছেলে ওমর। বাবুর বয়স যেদিন এক সপ্তাহ, দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী ধরা পড়ে। একুশ দিনের দিন ওর বাবা আকিকা দিলেন। ঠিক পরের সপ্তাহ থেকে শুরু হলো দেশব্যাপী লকডাউন। কিন্তু বন্দর তো বন্ধ রাখা যাবে না। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ওষুধ সরবরাহ অব্যাহত রাখতে বন্দরকে সচল থাকতে হবে। তাই পালা করে ডিউটিতে যেতে হতো মিজান সাহেবকে। সি-সেকশনের ধকল থেকে আমার শরীর তখনো সেরে ওঠেনি। একটু যত্ন, একটু বিশ্রাম চাই। উলটো গৃহসহকারী খালাকে বিদায় দিতে হলো। বাড়তি কাজের পাশাপাশি পোস্টপার্টাম ডিপ্রেশনে ভুগছি। কী হবে এবার? আব্বু-আম্মু, শাশুড়ি আম্মার বয়স হয়েছে। মিজান সাহেবের ডায়াবেটিস আছে, রক্তচাপ বেশি, ওষুধ খেতে হয় নিয়মিত।

রমজান মাস এল। খাবারের বাহারি আয়োজন করা হয়নি, সাদামাটা-সহজপাচ্য আহারে ইফতার। মনের ভেতর থেকে ধরে নিয়েছিলাম যে, সারা দুনিয়ার হলেও, আমার আর পরিবারের কারও অন্তত হবে না! আমি তো সচেতন! সতর্ক! আর 'সুস্থ' মানুষ। মিজান সাহেব ছাড়া কেউ বাইরে যায় না। সে কোথাও গেলে এন নাইন্টি ফাইভ মাস্ক পরে থাকে সর্বদা। অফিস সেরে, বাজার করে এলে দরজা খোলা রাখি। দরজার নব স্পর্শ না করেই সে সোজা গোসলঘরে চলে যায়।

বন্দরের প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করেছে সুনামের সাথে। কখনো কারো কাছে কোনো অভিযোগ শুনিনি তাঁর নামে। কাজঅন্তপ্রাণ মানুষটাকে তাঁর সহকর্মীরা খুব ভালোবাসতেন।

ভালোভাবে সাবান, জীবাণুনাশক পানি দিয়ে পরিচ্ছন্ন হয়। একই সাথে পরনের কাপড় ধুয়ে রাখে। মাছ, মাংস, সবজি, ফলমূলসহ বাইরে থেকে আসা সকল পণ্য অ্যালকোহল স্প্রে করে ঘরে ঢোকাই। মহামারির দোয়া মুখস্থ করি সবাই মিলে।

বিপন্ন জীবন

হাইপোগ্লাইসেমিয়ায় আক্রান্ত হওয়ায় আমার শাশুড়িকে কাছের হাসপাতালে ভর্তি করা হলো সাতাশ রমজানের দিন। ডায়াবেটিস তখন দুই। সাথে জ্বর, শ্বাসকষ্ট। বন্দর হাসপাতালে ভর্তির পর ব্লাড টেস্ট, এক্স-রে করা হলো। ডাক্তার সাহেবা বললেন, পানি জমে ফুসফুস একেবারে জ্বলজ্বল করছে এক্স-রে প্লেটে। তিনি কোভিড সন্দেহে রেফার করলেন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে। আইসোলেশন ওয়ার্ড, কিন্তু গিজগিজে ভিড়। আম্মাকে ওয়ার্ডে ভর্তি করে বাসায় আসার আগে আমাকে ফোন দিল মিজান সাহেব। অফিস থেকে কড়া আইসোলেশনে থাকতে বলেছে। বাবুর বয়স তো মাত্র তিন মাস, আমি কি বাসায় আসব নাকি কোনো হোটেলে গিয়ে চৌদ্দ দিনের কোয়ারেন্টাইনে কাটিয়ে আসব? আমি দিলাম একটা বকা। সঙ্গনিরোধের চেয়ে সহমরণ শ্রেয়। বাসায় আসো তো!

তীব্র শ্বাসকষ্ট শাশুড়ি আম্মার। মেডিকেলে ভর্তির তিন দিনের দিন অক্সিমিটারে আম্মার রিডিং আশি, সত্তর, ষাট করে নামতে নামতে একেবারে শূন্য হয়ে গেলো মে মাসের ৩১ তারিখ ভোর সাড়ে পাঁচটায়। আম্মা চলে গেল, যার কাছে বাচ্চাদের রেখে আমি পড়াশোনা শেষ করেছি, চাকরি করে গেছি নিশ্চিন্তে। সেই আম্মা চলে গেল, শরীর খারাপ লাগলে যার কাছে গিয়ে বলতাম, আম্মা, কতদিন আপনার হাতের কচুর লতি কি ট্যাংরা মাছ পাতুরি খাই না। ইচ্ছা করতেছে খাইতে। উনি বলতেন, শরীর ভালো না, তাই না? যাও শুইয়া থাকো, আমি দেখতেছি। আমি নিশ্চিন্তে শুয়ে বসে লেখালেখি বা ফেসবুকিং করতাম সেদিন।

পরদিন থেকে ঘরের সবার একসাথে জ্বর, কাশি। সেই যে টোটকা চলছিল তখন চারদিকে? গরম পানি, আদা লবঙ্গ-লেবু চা, গরম ভাপ। সবই চলছিল তার আগে থেকেই। জুনের চার তারিখ বাবুর জ্বর কমল, পাঁচ তারিখ বড় মেয়েটার, আমার। কিন্তু মিজান সাহেবেরটা কমে, আবার বাড়ে। কাশিটাও ওরটাই বেশি তীব্র, সাথে শুকনো কফ। প্রথমে ৩৩৩ এ ফোন করে সরকারি হেল্পলাইনের ডাক্তারের পরামর্শমতো অ্যান্টিবায়োটিক শুরু হলো। পরদিন, ছয় তারিখ ডবল মাস্ক পরে বন্দর হাসপাতালে গেলে সেখানকার ডাক্তার বলেন ওষুধ ঠিকই চলছে, সাথে কোভিড টেস্ট লিখে দিলেন। জুনের সাত তারিখ সকালে ও স্যাম্পল দিতে যাবে। সেদিন সকালে উঠল ছয়টায়। বহু বছর পর ওয়াক্তমতো ফজর মিস করল। রাতে খুব ভালো ঘুম হয়েছে। কিন্তু ঘুম থেকে ওঠার পর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। এর আগে একবারও বলেনি শ্বাসকষ্টের কথা। এটা শুনেই ভয় পেয়ে গেলাম। আম্মাও তো শ্বাসকষ্টেই...!

নাশতা গুছালাম। পেঁপে ভাজি, ডিম, রুটি, চা সব খেল নিতান্ত অনিচ্ছায়। ওষুধ খেতে হবে বলে খাওয়া। শ্বাসকষ্ট যেমন ছিল তেমন। ওর খুব কাছের বন্ধুকে ফোন দিলাম। ভাই, আপনার বন্ধু কেমন জানি করছে। একটা পালস অক্সিমিটার কিনে এনে দেন। বাসায় তো বাইরে যাওয়ার লোক নাই। উনি আশ্বস্ত করলেন দোকান খুললেই এনে দেবেন। বেলা এগারোটার দিকে সেই অক্সিমিটারে অক্সিজেন মেপে আমার পায়ের তলায় মাটি সরে যাচ্ছিল! আটান্ন! বেশ ধমক দিলাম উনাকে। কী একটা নষ্ট জিনিস কিনে আনছেন? উনি বললেন, আমি তো নিজেরটা মেপে চেক করেই কিনলাম! উনারটা সাতানব্বই, আমারটা দেখাল নিরানব্বই। আবার ওরটা মাপি। চৌষট্টি।

আহা রে! কি যে কষ্ট হচ্ছিল ওর! কিন্তু কেবল আমাকে আশ্বস্ত করে। আমি ঠিক আছি। মেশিন সব জানে নাকি? হাসপাতালে নেয়ার জন্য অ্যাম্বুলেন্স ফোন করি। আসছে। কিন্তু আমাদের বড় ভরসা বন্দর হাসপাতালে তখনো কোভিড চিকিৎসা নাই। নিয়ে যেতে হবে অন্য কোনো হাসপাতালে। কিন্তু সরকারি চিকিৎসালয় ছাড়া কোনো হাসপাতাল মহামারির জন্য তৈরি হয়ে ওঠেনি। আমার ভাই ডাক্তার বন্ধুকে ধরে বেসরকারি হাসপাতালে একটা সিট ম্যানেজ করেছে। আপাতত সেটাই গন্তব্য। কিন্তু ওকে নিয়ে আমি হাসপাতালে চলে গেলে বাচ্চারা কার কাছে থাকবে? তিন মাসের ওমর শুধুই বুকের দুধ খায়। লকডাউনে তার জন্য একটা ফিডার বা দুধের পট কেনা হয় নাই, লাগে নাই। এখন কী হবে? ও কী খাবে আমি মিজান সাহেবের সাথে হাসপাতালে চলে গেলে? গরুর দুধে পানি মিশিয়ে সামান্য চিনি দিয়ে গরম করে রেখে গেলাম। কাপে নিয়ে চামচ দিয়ে ভাইকে খাওয়াইও মা, আমার দশ বছরের মেয়েকে বললাম। আমি তোমার বাবাকে ভর্তি করে সন্ধ্যায় আসার সময় দুধের পট কিনে আনব।

মিজানের জন্য ছোট্ট একটা ব্যাগ গোছালাম। গামছা, লুঙ্গি, একটা প্লেট, পানির বোতল, মোবাইল চার্জার, কিছু টাকা। বারান্দায় বসে তাজা হাওয়া ফুসফুসে নিতে চেষ্টা করছে সে। দুনিয়াতে এত অক্সিজেন, অথচ তার একটুও কি ও পাচ্ছিল না? এর মধ্যে সে আমাকে বলে, দুপুর হয়ে যাচ্ছে, তুমি কিছু খেয়ে নাও। ক্ষুধা তো সহ্য করতে পারো না। মৃত্যুযন্ত্রণা হচ্ছিল যার, সে আমার ক্ষুধার কথা চিন্তা কেমনে করে? আমার সাথে ওকেও এক নলা ভাত খাওয়াতে চাইলাম। খাবে না। একটু শরবত খাবে গরম পানি-লেবু দিয়ে। ছোট মেয়েটা তাই বানিয়ে দিল।

পথে গেল সে একলা ফেলে

মিজান সাহেব একাই নিচে নেমে অ্যাম্বুলেন্সে উঠল। সাথে আমি। এরপরের গল্প খুবই গতানুগতিক। হাসপাতালে হাসপাতালে ঘোরা। সিট নাই, আইসিইউ নাই বলে ফিরিয়ে দেওয়া। প্রায়ই পত্রিকার পাতায় বা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যেমন দেখা যায়, শ্বাসকষ্টে ছটফট করা স্বজনের পাশে বসে কান্নায় ভেঙে পড়েছে কেউ–আমি যেন তেমনই কোনো একজন। জোরে জোরে আয়াতুল কুরসি পড়ছি। অ্যাম্বুলেন্স ছুটে চলেছে এক হাসপাতাল থেকে আরেক হাসপাতালে। মিজান সাহেব হঠাৎ বলল, বীথি, বাচ্চাদের দেখে রেখো। এরপর কলেমা পড়তে পড়তে আমার হাতের ওপর ঢলে পড়ল। সারাটা পথ বুকে চাপ দিয়ে আনাড়ি হাতে সিপিআর করে যাচ্ছিলাম। একটু তাকাও অহিনের আব্বু। আমি নার্ভাস থাকলে, দিশাহারা থাকলে তুমি না বলতে, আমি আছি না? ভয় করো কেন? আমার সব ঠিক হয়ে যেত। আত্মবিশ্বাসে জ্বলজ্বল করতাম আমি।

মেডিকেলে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বুঝে গেছি, আমার মিজান আর নাই। ওরা ইসিজি করল, সব কয়টা ফ্ল্যাট লাইন। আমি কোনোদিন এ রকম ইসিজি দেখি নাই। চিৎকার করছিলাম, কানেকশন উল্টাপাল্টা আপনাদের। ঠিক করে লাগান। কীভাবে মরে যাবে মানুষটা? ঘরে ও মাত্র তিন মাসের ছেলে রেখে এসেছে! মেডিকেল কলেজে জরুরি ঘরের তরুণ ডাক্তারটি কাঁদছিলেন। আপা, শান্ত হন। এখানে সই করেন। আপনাদের নাম বলেন। কোভিড টেস্টের স্যাম্পল নিল, ডেথ সার্টিফিকেট রেডি করছে, সব পেপারওয়ার্ক সারলাম একা। আল-মানাহিল ফাউন্ডেশনে ফোন দিলাম গোসল আর জানাজা করাবে ওরা। হাকিম হুজুরকে ফোন দিলাম আম্মার পাশে নতুন কবর রেডি করতে। বানের পানির মতো

ফোন আসছে, আমি শুধু বলতে পেরেছি–ও নাই, নাই ও। ছোট মেয়ে ফোন করল। বাবা কেমন আছে মা? কান্না গিলে একদম ঠান্ডা গলায় বললাম, ঘুমাচ্ছে তোমার বাবা। আর কষ্ট নাই। একা ঘরে ওই মেয়ে দুটাকে আমি কেমন করে বলব তোমাদের সাইকেল রেসের পার্টনার, অসুস্থ হলে মা নয়, রাত জেগে কোলে করে হেঁটে বেড়ানো বাবাটা নাই! পৃথিবীর কোনো ভাষা আছে সেদিনের কষ্ট পুরোপুরি বুঝিয়ে লিখতে পারব আমি?

করোনার বাধ্যবাধকতা থাকায় জানাজায় দুয়েকজন বাদে থাকতে পারেনি কোনো আত্মীয়-স্বজন! কয়েকজন মাত্র সহকর্মী উপস্থিত থাকতে পেরেছিলেন সেদিন। কবর দিয়ে এসে সিঁড়ি বেয়ে চার তলায় উঠছি ভারী শরীরটাকে নিয়ে। পৃথিবীর দীর্ঘতম সিঁড়ি পেরিয়েছিলাম আমি সেদিন। যেখানে শেষ প্রান্তে ছিল সদ্য এতিম হয়ে যাওয়া দুটা মেয়ে, ঘাড় শক্ত হয়নি এমন একটা বাচ্চা, যে জীবনে কখনো বাবা ডাকতে পারবে না। মেয়েদের দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললাম, তোমার বাবা নাই। ছেলেটা পাশের ঘরে কাঁদছে, ক্ষুধায় নাকি শোকে কে জানে। মেয়ে দুটার অমন চিৎকার করা কান্না দেখে আমিও কেমন করে যেন অজ্ঞান হয়ে গেলাম। শোনা-না শোনার মাঝখানে বড় মেয়েটার গলা শুনছি, মা তুমিও কি মরে যাচ্ছ আমাদের রেখে? মা, প্লিজ মরে যাইও না বাবা-দাদুর মতো! আমি উঠে বসলাম। কান্না মুছে বললাম আমি আছি মা, ভালো আছি।

আর যা-ই হোক, ওদের ভালো রাখতে হবে। কারণ নিশ্চিতভাবেই আমরাও করোনায় আক্রান্ত হয়েছি। কেউ আসার উপায় নেই আমার ঘরে, সান্ত্বনা দিতে, বাচ্চাদের মুখে খাবার তুলে দিতে। নিজেই ভাত বসালাম, মাংস রান্না করা ছিল ফ্রিজে, গরম করে খাওয়ালাম ওদের। আহা, কেউ যদি একটু খাবার মুখে তুলে দিত সেদিন! কিন্তু এমনি মহামারি, একে অপরের সমব্যথী হওয়ার সুযোগটাও কেড়ে নিয়েছে। একবেলা মন খুলে কাঁদতে পারার স্বাধীনতা ছিল না সে সময়। বাচ্চাদের কে দেখবে তাহলে? ছেলেটা এখন এত বাবা, বাবা ডাকে। প্রথম বুলিই ফুটল বাবা। সে কি শুনতে পায়? বসতে শিখলেই ওকে নিয়ে মসজিদে যাওয়া শুরু করবে বলেছিল। এখন তো ওমর বসতে কি, হাঁটতেও পারে, নিয়ে যাবে না মসজিদে?

মিজান মারা যাওয়ার পরদিন আব্বু আর চাচ্চু এল বাসায়। দরজা খুলতে চাইনি। কারণ তখন পর্যন্ত টেস্টের রিপোর্ট না এলেও করোনার সব লক্ষণ নিয়ে কিছু মাত্রায় অসুস্থ আমি। সারাক্ষণ মনে হতো বাচ্চাগুলো রেখে একা ঘরে আমি মরে পড়ে থাকব। সাথে দুই ডায়াবেটিস রোগীকেও ঝুঁকিতে ফেলার মানে হয় না। কিন্তু আবেগের কাছে যুক্তি হেরে যায়। তীব্র কান্নার দমকে কিছু বলতেই পারছে না আব্বু। মেয়ের জামাই তাঁর সন্তানসম ছিল, সবার কাছে গর্ব ছিল বন্দরের ইঞ্জিনিয়ারকে নিয়ে। সেই মানুষটার মৃত্যুতে তিনি জানাজার নামাজটা পড়তে পারেননি এক শহরে থেকেও। চাচ্চু এলেন তাঁর প্রিয় কোরআন নিয়ে। হজ করে আসার সময় মক্কা থেকে কেনা পবিত্রতম গ্রন্থটা তাঁর সাথেই থাকে সবসময়। মিজান সাহেবের ঘরে বসে জোরে জোরে টানা তিনদিন কোরআন পড়লেন। আমরা একসাথে খেলাম, কাঁদলাম। ও মারা যাবার আট দিন পর কোভিড টেস্টের রেজাল্ট এসেছিল। তিন মাসের ওমর, মেয়েরা, আমি, মিজান সাহেব সবাই করোনা পজিটিভ ছিলাম।

ঠিক দশ মাসের মাথায়, পরের বছর ৭ এপ্রিল সেই চাচ্চুও কোভিড পজিটিভ হয়ে মারা গেলেন আন্দরকিল্লা জেনারেল হাসপাতালে। বাবা-মায়ের পরে যে পেলে-পুষে বড় করেছে। হাতে ধরে পড়তে শিখিয়েছে। শতকরা বুঝিয়েছে, খিজির (আ.) এর কাহিনি শুনিয়েছে। পাত্র হিসেবে মিজান সাহেবকে বেছে নিয়ে যে বিয়ে দিয়েছিল আমার। মাত্র বিশ দিন আগেও যে আমার হাতের সামান্য আলু ভর্তা দিয়ে অসম্ভব তৃপ্তি নিয়ে ভাত খেয়ে গেল।

থেমে না থাকা জীবনে থমকে থাকি

খুব অদ্ভুত মানুষের জীবন! কত প্রিয় মানুষেরা নাই, অথচ দিন এক রকম কেটেই যায়। অসহ্য কষ্টে চলৎশক্তিহীন হয়ে যাই মাঝে মাঝে। সত্যিকার অর্থে হাতটাও নড়াতে পারি না। তবু আমাদের ক্ষুধা পায়, ঘুম হয়। একজন মৃত মানুষের সাথে সংসার চলে নিত্যদিন। ও পছন্দ করত না, এমন কিছু করলে এক জোড়া অদৃশ্য ভ্রু কুঁচকে তাকিয়ে থাকে। সেদিনও ঝগড়া করছিলাম মিজান সাহেবের সাথে। কাতলা মাছ দিয়ে শসা তরকারি রান্না করছি কেন? সে চায় মাছটা ভেজে পেঁয়াজ দিয়ে ভুনা করি। আমি বলি, গরম পড়েছে, কোনো ভাজা হবে না। হালকা মসলায় পাতলা ঝোল সহজপাচ্য। কথা-কাটাকাটির এক পর্যায়ে বলে উঠলাম, মরে গিয়েও ঝগড়া করবা তুমি? তখন খেয়াল হলো, এতক্ষণ জোরেজোরে একটা মৃত মানুষের সাথে বাহাস করছিলাম! মেয়ে দুটা উঁকি দিচ্ছে রান্নাঘরে। আম্মু একা একা কার সাথে কথা বলে! আল্লাহ, মাথাটা খারাপ করে দিও না। আমাকে সুস্থ থাকতেই হবে।

মিজান চলে যাওয়ায় দিকহারা, বিপর্যস্ত এই সংসারের কথা চিন্তা করে আমার চাকরির ব্যবস্থা করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। সহকারী শিক্ষিকা পদে বন্দর উচ্চ বিদ্যালয়ে নিয়োগ দেওয়া হয় গত নভেম্বরে। সংযুক্তিতে কর্মরত আছি সচিব বিভাগে। অন্তত কারও মুখাপেক্ষী না হয়ে তিনটি শিশুসন্তান নিয়ে সম্মানজনকভাবে বেঁচে থাকতে পারছি এ কারণে। সুখ-সচ্ছলতা কিছুই নাই, কিন্তু পরিশ্রমের শান্তি আছে।

মহামারি আমাদের আর কত স্বজন কেড়ে নেবে জানা নেই। কিন্তু শিখিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন কত অনিশ্চিত! প্রিয়জনের কাছে থাকুন। প্রিয়জন হারিয়ে গেলে কোথায় পাবেন তাকে?

এমন করে আর এক ফ্রেমে দেখা যাবে না সবাইকে। ছেলেটার প্রথম বুলিই ফুটেছে–বাবা। সে কি শুনতে পায়? বসতে শিখলেই ওকে নিয়ে মসজিদে যাওয়া শুরু করবে বলেছিল। এখন তো ওমর হাঁটতেও পারে, নিয়ে যাবে না সে মসজিদে?

আফরোজা বিথী

কোভিড-১৯ মহামারিতে মৃত চট্টগ্রাম বন্দরের উর্ধ্বতন উপসহকারী প্রকৌশলী মো. মিজানুর রহমানের সহধর্মিণী

অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলা
রক্ষা করতে হবে নিজেদের স্বার্থে

বন্দরবার্তা ডেস্ক

অ্যান্টার্কটিকা। বিশ্বের শেষ বুনো এলাকা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের যুক্ত আয়তনের সমান। রহস্য উন্মোচন করা মানুষের সবচেয়ে প্রাচীন নেশা। পৃথিবীব্যাপী বহুকালের লক্ষ অভিযানের পর সেই নেশা চরিতার্থ করতে অবশিষ্ট আছে কেবল এই একটি জায়গা। কিন্তু আমাদের খেয়াল-খুশিমতো অ্যাডভেঞ্চার আর বাণিজ্যের নেশায় আজ অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে অ্যান্টার্কটিকা।

১২টা দেশের সরকার একত্রিত হয়ে সেই ৬০ বছর আগে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছিল, যার পোশাকি নাম অ্যান্টার্কটিকা ট্রিটি। যে চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল এই এলাকায় নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক গবেষণা ছাড়া আর সব ধরনের বাণিজ্যিক অ্যাক্টিভিটি নিষিদ্ধ করা। কিন্তু তারপর সাগর-মহাসাগরে বয়ে গিয়েছে বহু পানি। যুগ বদলেছে, বাণিজ্যের বিশ্বায়ন হয়েছে। প্রবৃদ্ধি মানেই কেবল আর্থিক উন্নয়ন, অনৈতিক এবং অযৌক্তিক এ ধারণা বেশ শক্তপোক্তভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। যদিও টেকসই প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে একথা একেবারেই খাটে না। দুঃজনক হলেও বিশ্বায়নের হাত থেকে বাদ যায় নি অ্যান্টার্কটিকাও। বর্তমানে সাউদার্ন ওশেনের কেবল ৫ শতাংশ এলাকা মেরিন প্রোটেক্টেড এরিয়া হিসেবে বিবেচিত। জীববৈচিত্র্যে অত্যন্ত সমৃদ্ধ অ্যান্টার্কটিকা তাই অনেকটাই অরক্ষিত। বিশেষ করে রুক্ষ মহাদেশের সর্ব উত্তরে অবস্থিত পশ্চিম অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার বায়োডাইভার্সিটি অত্যন্ত হুমকির মুখে আছে। বাণিজ্যিক ক্রিল ফিশিং, পর্যটন, গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিলুপ্ত হতে বসেছে মেরিন ইকোলজির সূতিকাগার।

অরক্ষিত উপদ্বীপ

শুধু মেরিন ইকোসিস্টেম নয়, বৈশ্বিক খাদ্যশৃঙ্খল নিরবচ্ছিন্ন রাখতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে অ্যান্টার্কটিকা। শুধু কি জীববৈচিত্র্য? অকল্পনীয় শক্তিশালী, অত্যন্ত ডায়নামিক ওয়েদার অ্যান্ড অ্যাটমোসফরিক মেশিনের হৃৎপিণ্ড বলা হয় অ্যান্টার্কটিকাকে, যেগুলো গর্জনশীল চল্লিশ দ্রাঘিমায় ওঠা ঝড়গুলোয় এনার্জি তৈরি করে। যে মেশিন কোনো আণবিক বিস্ফোরণের চেয়ে অনেক বেশি শক্তির জন্ম দেয়। সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহটির জলবায়ু এবং মহাসাগরীয় স্রোতধারা নিয়ন্ত্রণ করে সাউদার্ন ওশেন। বিশ্বের পানযোগ্য ৭০ শতাংশ পানিই বরফ হয়ে জমা আছে এ মহাদেশে।

অথচ গ্রিনহাউস অ্যাফেক্টের ফলে যে হারে তাপমাত্রা বাড়ছে, এ পরিবর্তন সবার আগে ধাক্কা দিয়েছে অ্যান্টার্কটিকাকে। গলে যাচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে জমা থাকা মূল্যবান বরফ, অনন্য প্রাণিলের বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়েছে দিন দিন। এ বছর ফেব্রুয়ারিতে রেকর্ড ২০ দশমিক ৭৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠেছে এখানকার তাপমাত্রা, রেকর্ডবুক চালুর পর থেকে অ্যান্টার্কটিকায় এটিই ছিল উষ্ণতম গ্রীষ্ম। সহজে গমনযোগ্য হওয়ায় চোখ ধাঁধানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, বন্য প্রাণীদের অবাধ বিচরণ এবং সমৃদ্ধ ইকোসিস্টেম দেখতে প্রতি বছরই হাজার হাজার পর্যটক আসেন এখানে। ওদিকে ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় ট্যুরিস্টদের স্কুবা গিয়ার, ফেলে আসা বর্জ্যের কারণে মেরিন ইকোসিস্টেম ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৯ সালে ৭৪ হাজার এর কিছু বেশি ক্রুজ শিপ ভ্রমণ প্যাকেজ পরিচালনা করেছে এ পেনিনসুলায়, দশ বছর আগেও যার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৩ হাজার।

অ্যান্টার্কটিক উপদ্বীপে এখন পর্যন্ত ১৮টি দেশ রিসার্চ স্টেশন নির্মাণ করেছে। ১৯টি স্থায়ী এবং ৩০টি মৌসুমি রিসার্চ স্টেশন রয়েছে এখানে। বিজ্ঞানী-গবেষকদের জন্য আধুনিক ল্যাবরেটরি, উপযুক্ত বাসস্থান, সড়ক, ফুয়েল স্টোরেজ এবং উড়োজাহাজ-হেলিকপ্টার অবতরণের জন্য রানওয়ে নির্মাণ করার ফলে এ পেনিনসুলা হয়ে উঠেছে মহাদেশের সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা। এতে বাস্তুচ্যুত হয়েছে হাজারের বেশি প্রজাতির লাখ লাখ প্রাণী। আর ক্রিল। অ্যান্টার্কটিক ফুড চেইনের ভিত্তি ক্রিল নিল তিমি থেকে শুরু করে সকল প্রজাতির শিশু মাছ, স্কুইড, সিল, পেঙ্গুইনের প্রধান খাদ্য। সংখ্যায় লাখ লাখ, কোটি কোটি ক্রিল ঝাঁক বেঁধে চলে। ছোট চিংড়ির মতো দেখতে শেল-ফিশ ক্রিলকে বলা হয় কর্নারস্টোন ফুড ফর এভরি লিভিং থিং ইন সাউদার্ন ওশেন। মৎস্য খামারের জন্য ফিশমিল এবং ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট হিসেবে মানবদেহের জন্য অতি প্রয়োজনীয় ওমেগা-৩ এর সবচেয়ে সস্তা এবং প্রাকৃতিক উৎস। ২০০০ সালে যেখানে বার্ষিক মোট ৮৮ হাজার ৮০০ টন ক্রিল শিকার হয়েছিল, ২০১৯ সাল শেষে মাত্র ৯ বছরে এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪ লাখ টনে। অথচ ক্রিলের বৃহত্তম চারণভূমি অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলা এখন দক্ষিণ সাগরের সবচেয়ে কোলাহলপূর্ণ স্থান। সমুদ্রে ভাসমান বরফের স্তর যত পাতলা হচ্ছে, সমানুপাতে ফিশিং ভেসেলের সংখ্যাও বাড়ছে। বাড়াচ্ছে মেরুর উত্তাপ, মনুষ্যসৃষ্ট বর্জ্য, শব্দ। ক্রিলের আধিক্যের কারণে নিল তিমির ব্রিডিং গ্রাউন্ড হিসেবে বহুকাল ধরে বিখ্যাত অ্যান্টার্কটিকার পানি। পৃথিবীর বৃহত্তম প্রাণীর তকমার পাশাপাশি সমুদ্রের সবচেয়ে লাভজনক শিকার হলো নিল তিমি। অথচ মানুষের জন্য লোভনীয় খাদ্য হিসেবে অবাধে চলছে অপরিণত ক্রিল শিকার। ফলে ইতিমধ্যেই বিপন্ন প্রাণীর তালিকায় নাম লেখানো নিল তিমি এখন রয়েছে গণবিলুপ্তির পথে। গত ৩০ বছরে অ্যান্টার্কটিকায় আডেলি এবং চিনস্ট্র্যাপ জাতের পেঙ্গুইনের সংখ্যা অর্ধেকের বেশি কমেছে। যার মূল কারণ অতিরিক্ত ক্রিল শিকার এবং সমুদ্রে ভাসমান বরফ কমে যাওয়া।

বাঁচাতেই হবে দক্ষিণকে

অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলাকে বাঁচানোর প্রধান উপায় কেবল দুটি। যেকোনো মূল্যে এখানকার বরফশীতল পানিকে সংরক্ষণ এবং ক্রিলের সুরক্ষা। বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণ বন্ধ করে গোটা উপদ্বীপকে মেরিন প্রোটেকটেড এরিয়া (এমপিএ) ঘোষণা ও কঠোরভাবে কার্যকর করা ছাড়া অ্যান্টার্কটিকাকে রক্ষার কোনো বিকল্প নেই। শীতলতম মহাদেশের ৬ লাখ ৭০ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে এমপিএ ঘোষণা করতে ২০১৮ সালে প্রথম প্রস্তাব উঠলেও সাউদার্ন ওশেন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান দ্য কনজারভেশন অব অ্যান্টার্কটিক মেরিন লিভিং রিসোর্সেস এখনো এ-সংক্রান্ত কোনো নীতিমালা অনুমোদন দেয়নি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহ এবং আরও ২৫ দেশের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে এ কমিশন। প্রস্তাবনা অনুযায়ী দুই অংশে বিভক্ত এমপিএ'র ৬০ শতাংশ জুড়ে থাকবে জেনারেল প্রোটেকশন জোন। যেখানে সামুদ্রিক প্রাণীর অভয়াঞ্চল এবং বিশেষায়িত ইকোসিস্টেম সংরক্ষণে সকল প্রকার ফিশিং নিষিদ্ধ থাকবে। অপর ৪০ শতাংশ থাকবে ক্রিল ফিশারি জোন হিসেবে, যেখানে সীমিত আকারে ক্রিল ও অন্যান্য সামুদ্রিক সম্পদ আহরণের সুযোগ থাকবে। অনুমোদনের পর পরবর্তী ৭০ বছরের জন্য বলবৎ থাকবে অ্যান্টার্কটিকার এমপিএ। এ ছাড়া পূর্ব আটলান্টিক এবং ওয়েডেল সি রক্ষায় আরও দুটি গুরুত্বপূর্ণ এমপিএ গঠনের প্রস্তাবনা কমিশনের পরবর্তী সভার আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

সমুদ্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নতুন উদ্যোগ

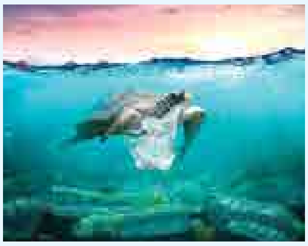

সাগরে দূষণ এবং ক্রমে বেড়ে চলা প্লাস্টিক দূষণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ‘ব্যাক টু ব্লু’ নামের এক নতুন উদ্যোগে নাম লিখিয়েছে দ্য ইকোনমিস্ট গ্রুপ এবং নিপ্পন ফাউন্ডেশন। তিন বছর মেয়াদি এ যৌথ উদ্যোগে নজর এড়িয়ে যাওয়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জোর দেয়া হচ্ছে। সামুদ্রিক প্রাণের বেঁচে থাকার প্রয়োজনীয় অনুপুষ্টি উপাদানের মধ্যে প্লাস্টিক ও রাসায়নিকের উপস্থিতি ইকোসিস্টেমের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হচ্ছে, সেদিকেও মনোযোগ দেবে ব্যাক টু ব্লু।

২০২১ সালের শুরুতে নিপ্পন ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় ইকোনমিস্ট গ্রুপ দুটি জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ নেয়। সমুদ্র ঘিরে গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় সম্পর্কে অংশগ্রহণকারীদের মতামত ও তাদের অগ্রাধিকারগুলো আরও স্পষ্টভাবে জানতে জরিপ দুটি পরিচালনা করা হয়। এর একটিতে অংশ নেয় সংশ্লিষ্ট শিল্প ও সরকারি কর্মকর্তারা। অন্যদিকে সাধারণ জনগণের মতামত নেয়া হয়। বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের সামনে ব্যাক টু ব্লু উদ্যোগের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতেই ওই জরিপ পরিচালনা করা হয়।

প্রথম জরিপটিতে চার হাজার অংশগ্রহণকারী সবচেয়ে উদ্বেগজনক দুটি বিষয় হিসেবে প্লাস্টিক দূষণ (৫৯.৬% অংশগ্রহণকারী) ও রাসায়নিক দূষণকেই (৩৯.১% অংশগ্রহণকারী) চিহ্নিত করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অংশগ্রহণকারীদের উদ্বিগ্ন হওয়ার তৃতীয় কারণ হিসেবে উঠে আসে (৩১.১%)।

নতুন এ উদ্যোগটি ঘোষণার সময় প্রতিষ্ঠান দুটি জানায়, সামুদ্রিক প্রাণ ও বাস্তুব্যবস্থা আজ যে বিপন্নতায় দাঁড়িয়ে তাতে বাস্তবভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমাধানের প্রয়োজনীয়তা আমরা সমানভাবে উপলব্ধি করি। ব্যাক টু ব্লু উদ্যোগ তারই প্রতিফলন। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে এমন এক প্লাটফর্ম গড়ে তোলা যেখান থেকে সমুদ্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও আরও বৈচিত্র্যময় করার উদ্যোগগুলো এগিয়ে নেয়া হবে।

ক্রুজসেবা চালু করতে মামলার হুমকি ফ্লোরিডার

মার্কিন ক্রুজসেবা পুনরায় চালুর ওপর বিধিনিষেধ এখনো বলবৎ রেখেছে যুক্তরাষ্ট্রের সেন্টার ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন। তবে নভেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষায় মোটেও রাজি নন ফ্লোরিডার গভর্নর রন ডিস্যান্টিস। অসংখ্য ফ্লোরিডাবাসী ক্রুজসেবায় যুক্ত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে জানিয়ে গভর্নর হুমকি দিয়েছেন, রাজ্য বর্তমানে আইনগত দিকগুলো খতিয়ে দেখছে এবং ফেডারেল সরকারের বিরুদ্ধে সম্ভবত মামলাও করতে যাচ্ছে।

অলাভজনক বাণিজ্য সংগঠন ফ্লোরিডা পোর্টস কাউন্সিল জানিয়েছে, করোনা ভাইরাসের কারণে যাত্রী কমে যাওয়ায় রাজ্যের ১ লাখ ৬৯ হাজার মানুষ কাজ হারিয়েছে। অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ক্ষতি হয়েছে ২৩ বিলিয়ন ডলার। সংগঠনটির তথ্য অনুযায়ী, ফ্লোরিডার ১৫টি গভীর সমুদ্রবন্দর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৯ লাখ মানুষের কাজ জোগায় এবং অর্থনীতিতে ১১৭ বিলিয়ন ডলার অবদান রাখে। এ বন্দরগুলোর অধিকাংশই ক্রুজসেবার সঙ্গে যুক্ত।

বন্দর অবকাঠামো পরিকল্পনায় ভারতের ৮২ বিলিয়ন ডলার

ভারতের বন্দরগুলোয় ৮ হাজার ২০০ কোটি (৮২ বিলিয়ন) ডলার বিনিয়োগের ঘোষণা দিয়েছে ভারত সরকার। সাগরমালা নামের এ প্রকল্প ২০৩৫ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়নাধীন থাকবে। প্রকল্পের মোট সংখ্যা হবে ৫৮৪টি।

মেরিটাইম ইন্ডিয়া সম্মেলনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সমুদ্র বাণিজ্যের জন্য অবকাঠামো উন্নয়নে বিশাল আকারের সরকারি ও বেসরকারি এ প্রতিশ্রুতির ঘোষণা দেন। বিদেশি বিনিয়োগ ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, ‘চারশ ভিন্ন ভিন্ন প্রকল্পে আরও ৩ হাজার কোটি ডলারের বিনিয়োগ সম্ভাবনা রয়েছে। বন্দর খাতে আমরা বেসরকারি বিনিয়োগ উৎসাহিত করব; আহ্বান জানাব আমাদের বন্দরে, আমাদের জনগণের ওপর বিনিয়োগ করতে।’

বিনিয়োগ পরিকল্পনায় ২০৩০ সালের মধ্যে বন্দরগুলোর বিদ্যুৎ চাহিদার অর্ধেক নবায়নযোগ্য শক্তি থেকে সরবরাহ করতে অবকাঠামো উন্নয়ন করা হবে বলে জানান দেশটির প্রধানমন্ত্রী।

ভ্যাকসিনেশন লটারিতে বিপর্যস্ত ড্রাই বাল্ক শিল্প

চলমান শ্রমিক বদল সংকটের পাশাপাশি কোভিড টিকা প্রদানে জাহাজিরা অগ্রাধিকার না পাওয়ায় ড্রাই বাল্ক খাত চরম বিপর্যয়ে পড়েছে। বিশ্বের ড্রাই বাল্ক জাহাজমালিকদের নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা ইন্টারকার্গো এ পরিস্থিতিতে নাবিকদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে টিকা প্রদান কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্তির আহ্বান জানিয়েছে।

বিশ্বের কিছু বন্দরে জাহাজে আরোহণকারী প্রত্যেকের টিকা নেওয়া থাকা বাধ্যতামূলক। অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ একটি টিকা নেওয়ার ক্ষেত্রে চাপাচাপি করা হয়। ইন্টারকার্গো এ পরিস্থিতিকে গোটা শিল্পের জন্য গভীর এক সমস্যা হিসেবে দেখছে। সংগঠনটি বলছে, জাহাজিদের সবচেয়ে বড় অংশটি আসে উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে, যেখানকার অনেকগুলোয় এখনো টিকাকরণ কার্যক্রম শুরুই হয়নি। শিপিংয়ের অন্যান্য খাতের চেয়ে অনেক বন্দরে ড্রাই বাল্ক শিল্প ভুগছে সবচেয়ে বেশি এবং সংশ্লিষ্ট বন্দরদেশগুলোর জাতীয় টিকাকরণ নীতিমালার কৃপার ওপর থাকতে হচ্ছে।

কার্বন কর হিসেবে টনপ্রতি ১০০ ডলারের প্রস্তাব

পরিবেশবিষয়ক নীতিমালা নিয়ে তিন মাস পর আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থায় (আইএমও) আবারও শুরু হচ্ছে বিতর্ক। ডিকার্বোনাইজেশনের লক্ষ্য অর্জনের সর্বোত্তম উপায় হিসেবে ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ তাদের প্রস্তাবও উপস্থাপন করে চলেছে।

আইএমও'র তত্ত্বাবধানে ৫০০ কোটি ডলারের একটি গবেষণা ও উন্নয়ন তহবিল গঠনের জন্য শিপিং শিল্প বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে তাদের পক্ষে টানছে। এ পরিস্থিতিতে আবারও এগিয়ে এসেছে মার্শাল আইল্যান্ডস। আইএমও'র

সংবাদ সংক্ষেপ

সাগরে বর্জ্য ফেলায় অস্ট্রেলিয়ায় জাহাজকে জরিমানা

জাহাজ থেকে সাগরের পানিতে বর্জ্য ফেলার জন্য একটি বাল্ক ক্যারিয়ারের চিফ অফিসার ও মালিকপক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করে জরিমানা করেছে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম সেফটি অথরিটি। ২০১৮ সালে আয়রন গেট নামের লাইবেরিয়ার পতাকাবাহী জাহাজটি ব্রিসবেন থেকে গ্ল্যাডস্টোন যাওয়ার পথে লেডি ইলিয়ট আইল্যান্ডের কাছে এই বর্জ্য ফেলে। জাহাজটির চিফ অফিসার এই কাজের অনুমোদন দেয়ায় দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। অস্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ বলছে, তাদের যে জরিমানা করা হয়েছে, তার অংকটা কম হলেও এটি অন্যান্য জাহাজের জন্য সতর্কবার্তা হিসেবে কাজ করবে।

বিদ্যুৎ চালিত গবেষণা জাহাজ নির্মাণ করবে চীন

সমুদ্রসম্পদ নিয়ে গবেষণা আরও জোরদার করতে চাইছে চীন। এ লক্ষ্যে দেশটি বিশালাকার একটি সায়েন্টিফিক রিসার্চ ভেসেল নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে। চায়না স্টেট শিপবিল্ডিং করপোরেশন (সিএসএসসি) ও গুয়াংডং ইনস্টিটিউট অব ইন্টেলিজেন্ট আনম্যানড সিস্টেম সম্প্রতি এ বিষয়ে ঐকমত্যে পৌঁছেছে। তারা এই জাহাজ দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরে গবেষণা পরিচালনার পরিকল্পনা করছে। জাহাজটিতে থাকবে ইলেকট্রিক প্রপালশন সিস্টেম। এ ছাড়া ডিপি২ ডায়নামিক পজিশনিং সিস্টেমসহ আরও বেশকিছু আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহৃত হবে এ জাহাজে।

জাহাজজটে সিঙ্গাপুর বন্দরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে বিলম্ব

পোর্ট অব সিঙ্গাপুরে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ের চাপ বেড়ে যাওয়ায় সেখানে জাহাজের অবস্থানকাল বেড়ে গেছে। বন্দরটিতে এখন একটি জাহাজের পণ্য খালাস করে জেটি ছেড়ে যেতে দ্বিগুণ সময় লাগছে। আর কার্গো রোলওভারের ক্ষেত্রে সপ্তাহখানেক সময়ও লেগে যাচ্ছে। বন্দরসংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, জাহাজজটের কারণে পণ্য হ্যান্ডলিংয়ে বিলম্ব হচ্ছে। এজন্য ফিডার জাহাজ ও মেইনলাইন ভেসেলগুলোর মধ্যে টাইমিং ঠিকঠাক হচ্ছে না। আর মেইনলাইন ভেসেলগুলো ওভারবুকড থাকায় ট্রান্সশিপমেন্ট কনটেইনারের রোলওভারেও বিলম্ব হচ্ছে।

সাইবার হামলায় হার্টিগ্রুটেনের গ্রাহকদের ব্যক্তিগত তথ্য বেহাত

গত বছরের ডিসেম্বরে সাইবার হামলার শিকার হয় নরওয়ের সমুদ্রপথে যাত্রী পরিবহন কোম্পানি হার্টিগ্রুটেন। সেই ঘটনায় গ্রাহকদের ব্যক্তিগত কিছু তথ্য বেহাত হয়েছে বলে প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে। এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে হার্টিগ্রুটেন জানিয়েছে, সাইবার হামলার ওই ঘটনায় তাদের দুটি জাহাজ সম্পর্কিত তথ্যভাণ্ডারে অনুপ্রবেশ করে হামলাকারী। বেহাত হওয়া তথ্যের মধ্যে রয়েছে গ্রাহকদের নাম, জন্মতারিখ, পাসপোর্ট নম্বর ও পাসপোর্টের মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ। এ ছাড়া গ্রাহকদের ইমেইল আইডি, মেইলিং অ্যাড্রেস ও ফোন নম্বরও বেহাত হয়ে থাকতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ সৌদি আরব থেকে জ্বালানি আমদানি কমাবে ভারত

বিশ্ব অর্থনীতির উত্তরণে সহায়তার জন্য জ্বালানি তেলের সরবরাহ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল নয়াদিল্লি। তবে ওপেকের পক্ষ থেকে সেই আবেদন নাকচ করা হয়। ওপেকের এই সিদ্ধান্তের পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় সৌদি আরব থেকে জ্বালানি তেল আমদানি কমানোর পরিকল্পনা করছে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত রিফাইনার কোম্পানিগুলো। আগামী মে মাস নাগাদ আমদানি এক-চতুর্থাংশ কমানোর চিন্তা করছে তারা। বিষয়টিতে ওয়াকিবহাল সূত্র অনুযায়ী, ভারত সরকার জ্বালানি তেল আমদানিতে মধ্যপ্রাচ্য-নির্ভরতা কমাতে চাইছে। এ কারণেই সৌদি আরব থেকে আমদানি কমানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

➤ এলএনজি ও হাইড্রোজেনচালিত জাহাজের এন্ট্রি ফিতে ছাড় দিচ্ছে টোকিও পোর্ট

এলএনজি ও হাইড্রোজেনচালিত জাহাজগুলোর জন্য বন্দরে প্রবেশের ফিতে ছাড় দিচ্ছে টোকিও পোর্ট। মেরিটাইম সেক্টরে এই ধরনের জ্বালানির ব্যবহার বৃদ্ধি উৎসাহিত করতেই এই উদ্যোগ নিয়েছে তারা। ২০২৬ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত এই সুবিধা চালু থাকবে। এদিকে টোকিওর প্রতিবেশী দুই বন্দর ইয়োকোহামা ও কাওয়াসাকি বন্দর কর্তৃপক্ষও এলএনজিচালিত ও এলএনজি বাংকারিং জাহাজগুলোর জন্য প্রবেশ ফি মওকুফের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে জানা গেছে।

➤ রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার ব্যবসা বিক্রি করবে মায়েরস্ক

কোভিড-১৯ মহামারির মধ্যে কোল্ড স্টোরেজ ইউনিটের চাহিদা অনেক বেড়ে গেছে। এ সুযোগে নিজেদের রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার ব্যবসা বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে ডেনিশ শিপিং জায়ান্ট মায়েরস্ক। এ বিষয়ে কোম্পানিটি পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়াকিবহাল সূত্র অনুযায়ী, মায়েরস্ক কনটেইনার ইন্ডাস্ট্রির (এমসিআই) বিক্রয়মূল্য ১০০ কোটি মার্কিন ডলারে দাঁড়াতে পারে। ১৯৯১ সালে যাত্রা করা এমসিআই মূলত রেফ্রিজারেটেড কনটেইনার ও ইন্টারমোডাল ফ্রেইট ইন্ডাস্ট্রির জন্য রেফ্রিজারেশন মেশিন তৈরি করে।

➤ প্রথম দেশ হিসেবে কনভেনশন ফর মেরিন এইডস টু নেভিগেশনে অনুমোদন সিঙ্গাপুরের

সিঙ্গাপুর সম্প্রতি কনভেনশন অন দি ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর মেরিন এইডস টু নেভিগেশন-এ অনুমোদন দিয়েছে। কনভেনশনটিতে স্বাক্ষর করার সপ্তাহখানেকের মাথায় এতে অনুমোদন দিল তারা। কনভেনশনটিতে অনুমোদন দেয়া বিশ্বের প্রথম দেশ সিঙ্গাপুর। এই অনুমোদনের অর্থ হলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব মেরিন এইডস টু নেভিগেশন অ্যান্ড লাইটহাউস অথরিটিজকে (আইএএলএ) একটি আন্তঃসরকারীয় সংস্থা হিসেবে মেনে নেয়া। ১৯৫৭ সালে যাত্রা করা আইএএলএ মেরিন এইডস টু নেভিগেশন, ভেসেল ট্রাফিক সার্ভিসেস ও ই- নেভিগেশনের টেকনিক্যাল স্ট্যান্ডার্ড নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় সংস্থা।

সমালোচনা করে দেশটি বলেছে, নিঃসরণ হ্রাসের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাকলে অবশ্যই প্রতি টন গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণের মাসুল হিসেবে ১০০ ডলার কর পরিশোধ বাধ্যতামূলক করা প্রয়োজন। তাদের প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছে সলোমন আইল্যান্ডস।

মেরিটাইমে সবচেয়ে বড় পতাকাবাহী দেশ মার্শাল আইল্যান্ডস। কার্বন নিঃসরণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকির মধ্যে অন্যতম প্রশান্ত মহাসাগরীয় এ দেশটি।

আর্কটিকে ব্ল্যাক কার্বন এখনই নিষিদ্ধের দাবি

আর্কটিক সমুদ্রপথে ভারী জ্বালানি তেলে (ব্ল্যাক কার্বন) চলাচলকারী জাহাজগুলো এখনই নিষিদ্ধ করতে আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (আইএমও) প্রতি কঠোর পদক্ষেপ নেয়ার দাবি জানিয়েছে দ্য ক্লিন আর্কটিক অ্যালায়েন্স। ২১টি অলাভজনক সংস্থার আন্তর্জাতিক এ জোটটি জানিয়েছে, আর্কটিকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি ব্যবহার করা হলে ব্ল্যাক কার্বন দূষণ ৪৪ শতাংশ কমানো সম্ভব হবে।

ক্লিন আর্কটিক বলছে, এপ্রিলে অনুষ্ঠেয় আইএমও'র পলিউশন প্রিভেনশন অ্যান্ড রেসপন্স সাব-কমিটির বৈঠকে আর্কটিক দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলোয় ভারী জ্বালানি তেল ব্যবহার নিষিদ্ধ করে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার সুযোগ রয়েছে।

কার্বন নির্গমন রোধে জ্বালানি পরিবর্তন করলে আর্কটিকে দূষণ কমবে এবং আইএমও'র ডিকার্বোনাইজেশন লক্ষ্যের দিকেও এগিয়ে যাওয়া যাবে।

আন্তর্জাতিক এ জোটের তথ্যানুযায়ী, আগামী জুনে আইএমও প্রস্তাবিত ভারী জ্বালানি নিষিদ্ধের বিষয়টি অনুমোদিত হতে পারে। তবে এ নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে ২০২৪ সালের মাঝামাঝিতে।

বিশ্বের প্রথম জাহাজ টানেল নির্মাণ করছে নরওয়ে

সেই ভাইকিংসদের সময় থেকেই সমুদ্রযাত্রায় অপ্রতিরোধ্য নরওয়ে। দেশটির জাহাজমালিক ও গবেষকরা সময়ে সময়ে মেরিটাইম প্রযুক্তির ভিত্তিটাকেই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সামনে এনেছে এমনসব উদ্ভাবন, যা আগে কখনো দেখেনি বিশ্ব।

এবারের গল্পটি একটি টানেলের। তবে যেনতেন টানেল নয়, এটা নির্মাণ করা হচ্ছে কেবলই জাহাজের জন্য। কয়েক বছরের পরিকল্পনা শেষে দেশটির কোস্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নিশ্চিত করেছে, স্টাড শিপ টানেল নির্মাণকাজ শুরুর অনুমতি তারা পেয়ে গেছে।

প্রকল্পটি নির্মাণে সময় লাগবে তিন থেকে চার বছর। নির্মাণ শেষে জাহাজগুলো নরওয়ের উপকূলসীমা নেভিগেশনে বিভিন্ন অঞ্চলকে পাশ কাটিয়ে চলাচল করতে পারবে। প্রকল্প ব্যয় নির্বাহে বেশ কয়েকটি স্টার্ট-আপ তহবিল থেকে সাড়ে ৩২ কোটি ডলার সংগ্রহ করে বিনিয়োগ করছে নরওয়েজিয়ান কোস্টাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন।

এখনো অনিশ্চিত তেলের বাজারের ভবিষ্যৎ

বৈশ্বিক তেলের চাহিদা এখনো কমতির দিকে বলে জানিয়েছে ইন্টারন্যাশনাল এনার্জি এজেন্সি (আইইএ)। সংস্থাটি তাদের সর্বশেষ বার্ষিক মধ্যমেয়াদি বাজার প্রতিবেদন 'অয়েল ইন ২০২১'-এ এ পূর্বাভাস দিয়েছে। তবে সরকারগুলো যদি পরিচ্ছন্ন জ্বালানির প্রশ্নে কঠোর নীতিগত অবস্থায় গ্রহণ করে, তাহলে ধারণার চেয়েও আগে তেলের চাহিদা সর্বোচ্চে (পিক) পৌঁছবে।

অবশ্য প্রতিবেদনের মুখ্য তথ্য হচ্ছে, বর্তমান নীতিগত বাস্তবতা যদি অব্যাহত থাকে তবে তেলের চাহিদা বাড়তে বাড়তে ২০২৬ সাল নাগাদ দিনপ্রতি ১০৪ মিলিয়ন ব্যারেলে (এমবিপিডি) দাঁড়াবে, ২০১৯ সালের চেয়ে যা ৪ শতাংশ বেশি।

আইইএ জানিয়েছে, ২০২৬ নাগাদ বৈশ্বিক তেল উৎপাদন সক্ষমতা ৫ এমবিপিডি বাড়তে পারে। ওই সাল পর্যন্ত তেলের চাহিদায় প্রবৃদ্ধি পূরণে সরবরাহ বৃদ্ধির প্রয়োজন পড়বে ১০ এমবিপিডি। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোই এর অর্ধেকটা সরবরাহ করবে, বিশেষ করে সৌদি আরব।

৫ বিলিয়ন ডলারের মেরিটাইম ফান্ড গঠনের তাগিদ

শূন্য কার্বন প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মেরিটাইম সংস্থার (আইএমও) কাছে ৫০০ কোটি ডলারের (৫ বিলিয়ন) একটি তহবিল গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়েছে। বিশ্বের শিপিং কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায় করে এ তহবিল গঠন করা হবে। জর্জিয়া, গ্রিস, জাপান, লাইবেরিয়া, মাল্টা, নাইজেরিয়া, সিঙ্গাপুর এবং সুইজারল্যান্ড সরকারের পক্ষ থেকে এ প্রস্তাব আইএমও'র কাছে পাঠানো হয়েছে।

ব্যবহৃত প্রতি টন জ্বালানির বিপরীতে দুই ডলার হিসেবে এ চাঁদা আগামী ১০ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে সংগ্রহ করা হবে। মারপল ষষ্ঠ সংযোজনীতে এরই মধ্যে প্রতিষ্ঠিত 'ফুয়েল অয়েল ডেটা কালেকশন সিস্টেম' ম্যাকানিজম ব্যবহার করে এ চাঁদা সংগৃহীত হবে। বিশ্বের নেতৃস্থানীয় জাহাজমালিকদের সংগঠন বিমকো, ক্রুজ লাইনস ইন্টারন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন, আইএমসিএ, ইন্টারকার্গো, ইন্টারফেরি, ইন্টারন্যাশনাল চেম্বার অব শিপিং, ইন্টারট্যাঙ্কো, আইপিটিএ এবং ওয়ার্ল্ড শিপিং কাউন্সিলসহ আরও অনেক সংগঠন এ প্রস্তাবে সমর্থন দিয়েছে। প্রস্তাবে আইনগত ও প্রশাসনিক নানা বিষয় তুলে ধরা হয়েছে।

প্রস্তাবিত তহবিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে, শূন্য কার্বন প্রযুক্তি বিশেষ করে মেরিটাইম শিল্পে প্রয়োগযোগ্য প্রযুক্তি (ওয়ার্কিং প্রটোটাইপ) নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়নে সহযোগিতামূলক কর্মসূচিগুলোয় সহায়তা করা। পাশাপাশি এ তহবিলের মাধ্যমে উন্নয়নশীল বিশ্ব বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপরাষ্ট্রগুলোকে কার্বন ডাই-অক্সাইড হ্রাসের প্রকল্পে সহযোগিতা দেয়া হবে।

চলতি বছরের নভেম্বরে লন্ডনে অনুষ্ঠেয় আইএমও'র বৈঠকে প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করা হবে। আইএমও বৈঠকের পরই যুক্তরাজ্যের গ্লাসগোকে অনুষ্ঠিত হবে পরবর্তী জাতিসংঘ জলবায়ু সম্মেলন (কপ ২৬)।

২০২২ পর্যন্ত কাটবে না বৈশ্বিক কার্গোজট

সড়ক, সমুদ্র বা আকাশপথে কার্গোজট আগামী বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। তাতে পণ্য পরিবহন ব্যয় বাড়বে বলে জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় ফ্রেইট ব্রোকারদের একটি সিএইচ রবিনসন ওয়ার্ল্ডওয়াইড। প্রতিষ্ঠানটির ভাষ্য হচ্ছে, মার্কিন অভ্যন্তরীণ ফ্রেইট বাজার খুবই এলোমেলো বা বিচ্ছিন্ন। বৈশ্বিক আকাশ ও সমুদ্রপথের বাজারও নানা মাত্রায় বাধাগ্রস্ত। ফলে শিপিং ব্যয়ে ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাই থাকবে।

সিএইচ রবিনসনের এ পূর্বাভাসে মোটা লাভের আশা দেখছেন ট্রাকার, আকাশপথে পণ্য পরিবহন কোম্পানি এবং মেরিটাইম শিপিং কোম্পানিগুলো। অন্যদিকে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্য সংগ্রহকারী রিটেইলার থেকে শুরু করে উৎপাদক-সবাইকে বাড়তি অর্থ গুনতে হবে।

সাম্প্রতিক পরিস্থিতিতে স্পট কস্টের গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে উঠতে পারছে না দীর্ঘমেয়াদি চুক্তি। স্পট কস্টের দরুন চলতি বছর ট্রাকে করে দীর্ঘ যাত্রায় পণ্য পরিবহনের ভাড়া দুই অংকের সামান্য নিচে বাড়বে। আকাশপথে পণ্য পরিবহন ব্যয়ও গত বছরের দ্বিগুণ হয়েছে। মেরিটাইমে ভাড়ার হার বেড়েছে সবচেয়ে বেশি। হংকং থেকে ৪০ ফুট দৈর্ঘ্যের একটি কনটেইনার লস অ্যাঞ্জেলেসে পরিবহনের ব্যয় প্রায় চার গুণ হয়েছে।

কার্গোজটের পেছনে কাজ করছে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে মানুষের অন্তরীণ হয়ে পড়া। মুভি থিয়েটার, কনসার্ট বা রেস্তোরাঁয় যাওয়ার বদলে মানুষ এখন আটা বা ট্রেডমিলের পেছনে তাদের অর্থ ব্যয় করছে। যেসব দেশ তাদের নাগরিকদের অর্থসহায়তা প্রদান করছে, সেসব দেশে প্রভাব খুবই তীব্র হয়ে উঠেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে কর্মহীন সুবিধাদি হিসেবে প্রাপ্ত নগদ অর্থের কারণে ট্রাক ও চালকসংকট প্রকট হয়েছে। ফলে সরবরাহ-শৃঙ্খলে জট লেগেছে। আকাশপথে যাত্রা কমার কারণে তা আরও জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে।

এপ্রিলে উৎপাদনসীমা ছাঁটল ওপেক

তেলের বাজারে ভারসাম্য ফেরানোর গতি আরও ত্বরান্বিত করতে উৎপাদক দেশগুলোর প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থা ওপেক এবং ওপেক-বহির্ভূত দেশগুলো তেলের উৎপাদন কমানোর সিদ্ধান্ত এপ্রিল পর্যন্ত বর্ধিত করেছে। তবে অভ্যন্তরীণ চাহিদা পূরণের জন্য রাশিয়া ও কাজাখস্তানকে কিছুটা ছাড় দেয়া হয়েছে। ওপেক ও নন-ওপেক দেশগুলোর ১৪তম মন্ত্রিপর্যায়ের বৈঠকে এ সিদ্ধান্ত হয়।

সভায় বলা হয়, অতিরিক্ত সরবরাহ হ্রাসে স্বেচ্ছায় সৌদি আরব যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বাজারে স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করবে। গত ১ ফেব্রুয়ারি থেকে দুই মাসের জন্য এটা কার্যকর হয়েছে। দেশটি অবশ্য এপ্রিলেও দিনপ্রতি ১ মিলিয়ন ব্যারেল তেল উৎপাদন স্বেচ্ছায় কমানোর ইচ্ছা ব্যক্ত করেছে।

বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, রাশিয়া ও কাজাখস্তান উৎপাদন বাড়াতে পারবে দিনপ্রতি যথাক্রমে ১ লাখ ৩০ হাজার ব্যারেল ও ২০ হাজার ব্যারেল।

ব্রেক্সিটে জট বাড়বে ইউকের বন্দরগুলোয়

যুক্তরাজ্যের বন্দরগুলো এখন কনটেইনারের স্তূপে পরিণত হয়েছে। ব্রেক্সিট-পরবর্তী বাণিজ্য প্রতিবন্ধকতা এবং চলমান জটে পরিস্থিতি এতটাই বিপর্যস্ত যে, ইউরোপের বড় অন্য কোনো বন্দর কখনো তা প্রত্যক্ষ করেনি। কনটেইনার ট্রেডিং প্লাটফর্ম কনটেইনার এক্সচেঞ্জ তাদের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

চলতি বছরের শুরু থেকেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হয়েছে। দেশটির নেতৃস্থানীয় কনটেইনার টার্মিনালগুলো বিশ্বের অধিকাংশ বন্দরের মতোই গত বছরের মহামারি-তাড়িত উচ্চ আমদানির মতো পরিস্থিতি সামলাতে হিমশিম খায়। এতে হলারস ও ভেসেলগুলো বিলম্বে পড়ে। পাশাপাশি বন্দরগুলোয় জমতে থাকে কনটেইনারের স্তূপ।

কনটেইনার এক্সচেঞ্জের বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ১ জানুয়ারি ইইউ থেকে বেরিয়ে দেশটি নিজস্ব শুল্ক ব্যবস্থা ও রীতিতে বাণিজ্য সম্পাদন শুরুর পর থেকে কনটেইনারজট আরও বেড়েছে।

সাইবার আক্রমণের ঝুঁকিতে ভারতীয় সমুদ্রবন্দর

ভারতীয় কর্তৃপক্ষ সম্প্রতি দেশটির বিদ্যুৎ খাতে চীনসংশ্লিষ্ট গোষ্ঠীগুলোর সাইবার আক্রমণ প্রতিহত করেছে। তবে আক্রমণের বিস্তার শুরু বিদ্যুৎ খাতে সীমিত নেই, নতুন খবর হচ্ছে ভারতের এক সমুদ্রবন্দরও ওই গোষ্ঠীর আক্রমণের লক্ষ্যবস্তুতে রয়েছে।

মার্কিন প্রতিষ্ঠান রেকর্ডেড ফিউচারের উদ্ধৃতি দিয়ে ড্রাইঅ্যাড গ্লোবালের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভারতীয় একটি বন্দরের নেটওয়ার্ক সিস্টেমের ন্যূনতম একটি সংযোগে ঢুকে পড়ে ওই হ্যাকাররা এবং বেশ কিছুদিন ধরেই তারা সিস্টেমে সক্রিয় ছিল। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে রেকর্ডেড ফিউচারের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা স্টুয়ার্ট সলোমন জানান, তারা 'রেডইকো' নামের চীনসংশ্লিষ্ট একটি হ্যাকারগ্রুপ এবং ভারতীয় এক বন্দরের মধ্যে 'হ্যান্ডশেক' বা ট্রাফিক এক্সচেঞ্জ প্রত্যক্ষ করেছে। এর আগে রেডইকো ভারতের পাওয়ার গ্রিড স্থাপনাগুলো লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টা চালায়।

বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খনন ব্যয় কমাবে রোবট

তেল ও গ্যাস খাতে খননকাজে ২০৩০ নাগাদ লাখ লাখ কর্মীর জায়গা নিতে পারে রোবট। তাতে খনন ব্যয় বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার কমতে পারে বলে জানিয়েছে নরওয়ের এনার্জি ইন্টেলিজেন্স ফার্ম রিস্টাড এনার্জির এক প্রতিবেদন।

প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, এমনকি করোনাভাইরাসের প্রভাব থেকে আমরা যখন পুরোপুরি মুক্ত হব, তখনো অপারেটরদের ব্যয় কমানোর নতুন নতুন পথ খুঁজে বের করার চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে, যেন ভবিষ্যতে বাজার পড়ে গেলেও ভালো অবস্থায় থাকা যায়।

পেট্রোলিয়াম খাতে রোবোটিকসের

সংবাদ সংক্ষেপ

➤ বিশালাকার অফশোর ফ্লোটিং সোলার ফার্ম স্থাপন করেছে সিঙ্গাপুর

৫ মেগাওয়াট উৎপাদন সক্ষমতার একটি পিক ফ্লোটিং সোলার ফার্ম স্থাপন সম্পন্ন করেছে সিঙ্গাপুর-ভিত্তিক সোলার এনার্জি ডেভেলপার সানসিপ গ্রুপ। জোহর প্রণালিতে স্থাপন করা এই ফার্ম বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অফশোর সোলার ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প। এই সাফল্য অঞ্চলটিতে আরও বেশি সংখ্যক অফশোর ফ্লোটিং ফটোভোল্টায়িক (ওএফপিভি) সিস্টেম স্থাপনে উৎসাহ জোগাবে বলে মনে করা হচ্ছে। সিঙ্গাপুরের মতো যেসব দেশে ভূখণ্ডের আয়তন প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল, সেসব দেশের জন্য নবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে এসব ওএফপিভি সিস্টেম।

➤ মাইক্রোপ্লাস্টিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে এমওএল ও এনওয়াইকে

সাগরে দূষণ ও ইকোসিস্টেমের জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে মাইক্রোপ্লাস্টিক। আর তাই এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্লাস্টিক কণার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছে জাপানি দুই শিপিং কোম্পানি মিৎসুই ওএসকে লাইনস (এমওএল) ও নিপ্পন ইউসেন কাইশা (এনওয়াইকে) লাইন। এমওএল তাদের নির্মাণাধীন একটি উডচিপ ক্যারিয়ারের সঙ্গে একটি মাইক্রোপ্লাস্টিক কালেকশন ডিভাইস সংযুক্ত করার পরিকল্পনা করছে। আর এনওয়াইকে এরই মধ্যে সাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জরিপ চালিয়ে মাইক্রোপ্লাস্টিকের ১০০টি নমুনা সংগ্রহ করেছে।

➤ ফিলিপাইনের সমুদ্রসীমায় অপহরণ-সংক্রান্ত সতর্কবার্তা জারি

সাম্প্রতিক একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ফিলিপাইনের সমুদ্রসীমায় অপহরণের ঝুঁকি রয়েছে বলে সতর্কবার্তা দিয়েছে আঞ্চলিক নিরাপত্তা জোট রিক্যাপ। সম্প্রতি ফিলিপাইনের নিকটবর্তী সুলু-সেলেবস সাগরে অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনার মুখোমুখি হয় বাংলাদেশি পতাকাবাহী জাহাজ আকিজ পার্ল। এ সময় একটি স্পিডবোটে করে তিনজন দুষ্কৃতিকারী জাহাজে ওঠার চেষ্টা চালায়। তবে জাহাজের ক্যাপ্টেন তাদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন এবং ফিলিপাইনের কোস্ট গার্ডকে বিষয়টি জানান। কোস্ট গার্ড এই তথ্য রিক্যাপকে জানালে সংস্থাটি নতুন করে সাধারণ সতর্কবার্তা জারি করে।

➤ হাইড্রোজেন প্রকল্পে কোরিয়া-সৌদি আরব অংশীদারিত্ব চুক্তি

নতুন একটি হাইড্রোজেন প্রকল্প গড়ে তুলতে দক্ষিণ কোরিয়ার হুন্দাই হেভি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে কাজ করবে সৌদি আরবের রাষ্ট্রায়ত্ত জ্বালানি কোম্পানি আরামকো। দেশ দুটি সম্প্রতি এ বিষয়ে একটি ইনোভেটিভ মাল্টি-পার্ট এগ্রিমেন্টে স্বাক্ষর করেছে। এই প্রকল্প থেকে দক্ষিণ কোরিয়া ও সৌদি আরব উভয়ই উপকারভোগী হবে। দক্ষিণ কোরিয়ার জন্য হাইড্রোজেন উৎপাদনের একটি উৎস হিসেবে কাজ করবে এটি। আর প্রকল্পটিতে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হবে, তা নিজেদের তেল ক্ষেত্রগুলোয় উৎপাদন বাড়ানোর কাজে ব্যবহার করবে সৌদি আরব।

সংবাদ সংকেত

➤ মিশরে প্রথম নারী হিসেবে সি ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব পালন করবেন মারওয়া এলসেলেহদার। ফিজিক্যাল ও মেডিকেল টেস্ট এবং ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে উত্তীর্ণ হওয়ার পর তবেই ক্যাপ্টেন হিসেবে যোগদানের সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

➤ শ্রমিক সুরক্ষা আইন লঙ্ঘনের দায়ে কাতারের একটি শিপিং কোম্পানির মালিকানাধীন দুটি জাহাজকে আটকে রেখেছে অস্ট্রেলিয়ার মেরিটাইম অথরিটি। জাহাজ দুটিতে আটকা পড়া ক্রুদের মুক্ত করতে অস্ট্রেলীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ট্রান্সপোর্ট ওয়ার্কার্স ফেডারেশন।

➤ চীনের একটি গভীর সমুদ্র বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্পে একটি ভাসমান টারবাইনকে ফিক্সড ইউনিটের সঙ্গে যুক্ত করতে ডায়নামিক ক্যাবল সরবরাহের দায়িত্ব পেয়েছে ওরিয়েন্ট ক্যাবল। ৫ দশমিক ৫ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার ওই ভাসমান টারবাইন পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হবে।

➤ ফরাসি শিপিং কোম্পানি সিএমএ সিজিএম ২০২০ সালে ১৭৫ কোটি মার্কিন ডলার নিট মুনাফা অর্জন করেছে, যেখানে আগের বছর কোম্পানিটির লোকসান ছিল ২২ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

➤ ব্রাজিলে গত ১০ বছরের মধ্যে এবারই সয়াবিন সংগ্রহে সবচেয়ে বেশি বিলম্ব হয়েছে। এর চাপ গিয়ে পড়েছে সান্তোস পোর্টে। সেখানে লোডিং স্লট পেতে সয়াবিন ও চিনি রপ্তানিকারকদের রীতিমতো গলদঘর্ম হতে হচ্ছে।

➤ ১৫ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন নতুন ২০টি কনটেইনার জাহাজ নির্মাণের ঘোষণা দিয়েছে তাইওয়ানভিত্তিক কনটেইনার শিপিং কোম্পানি এভারগ্রিন মেরিন। প্রতিটি জাহাজ নির্মাণে সাড়ে ১১ কোটি থেকে ১৩ কোটি মার্কিন ডলার বিনিয়োগের পরিকল্পনা রয়েছে কোম্পানিটির।

➤ বায়োফুয়েল ব্যবহার করে ইউরোপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত পাড়ি দিয়েছে গাড়ি পরিবহনকারী জাহাজ হোগ ট্রিগার। হোগ অটোলাইনারসের এই বিশালাকার জাহাজটির পরীক্ষামূলক যাত্রা নির্বিঘ্ন হওয়ায় কার্বন নিঃসরণ কমানোর উদ্যোগ আরও ত্বরান্বিত হবে।

➤ মার্কিন পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত দুই ট্যাংকার অপারেটর ইন্টারন্যাশনাল সিওয়েজ ও ডায়মন্ড এস শিপিং এবার একীভূত হচ্ছে। মিলিতভাবে প্রায় ১০০টি ট্যাংকারের বহর নিয়ে শীর্ষ কোম্পানিতে পরিণত হবে তারা।

➤ প্রতি বছরই বন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে বিভিন্ন প্রকল্পে অনুদান দিয়ে থাকে ইউএস মেরিটাইম অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। চলতি বছর তারা বন্দর উন্নয়ন ও ইন্টারমোডাল সংশ্লিষ্ট প্রকল্পগুলোয় অর্থায়নের জন্য বিভিন্ন রাজ্য ও বন্দর কর্তৃপক্ষকে মোট ২৩ কোটি মার্কিন ডলার দেবে।

➤ ফেব্রুয়ারিতে যুক্তরাষ্ট্রের পোর্ট অব লং বিচ বন্দর দিয়ে রেকর্ড ৭ লাখ টিইইউর বেশি কনটেইনার পরিবহন হয়েছে। করোনায় থমকে থাকা কার্যাদেশ চালু এবং অনলাইন পণ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতেই বন্দরটির ব্যস্ততা বেড়েছে।

ব্যবহার নিয়ে তৈরি ওই প্রতিবেদনে রিস্টাড দেখেছে, বিদ্যমান উদ্ভাবন বা সলিউশনগুলোই ২০৩০ নাগাদ বৈশ্বিক তেল ও গ্যাস খাতের লাখ লাখ কর্মীর জায়গায় কাজ করতে পারে, যেখানে ব্যয় কমানো সম্ভব শত শত কোটি ডলার। তবে এ রূপান্তরের ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে গোটা শিল্পের পক্ষ থেকে এক সামগ্রিক প্রচেষ্টা বা উদ্যোগ।

বাড়তি বাংকার সারচার্জে গলদঘর্ম শিপাররা

জ্বালানির উচ্চ ব্যয় ওশান ক্যারিয়ারগুলোর বাংকার সারচার্জ বাড়িয়ে তুলছে। তাতে নাভিশ্বাসে শিপাররা, যারা এরই মধ্যে রেকর্ড ফ্রেইট রেট ও অতিরিক্ত বিভিন্ন ফি'র কারণে বিপর্যস্ত।

স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের (এলএসএফও) দাম এখন ৫০০ ডলার ছুঁই ছুঁই। বছর শুরুর চেয়ে যা ২৫ শতাংশ বেশি আর গত নভেম্বরের তুলনায় ৬০ শতাংশ। এদিকে স্ক্রাবার ব্যবহারকারী যে জাহাজগুলো জ্বালানি তেল ব্যবহার করে, সেই ভারী জ্বালানি তেল (এইচএফও) এবং স্বল্প সালফারযুক্ত জ্বালানি তেলের দামের পার্থক্য নভেম্বরের টনপ্রতি ৫০ ডলার থেকে এখন ১০০ ডলার। অন্যদিকে এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূলের মধ্যে কনটেইনার স্পট রেট মাত্র বছরের ব্যবধানে বেড়েছে ২৫০ শতাংশের বেশি। আর এশিয়া থেকে উত্তর ইউরোপে বেড়েছে ৪ গুণ। বাংকার সারচার্জ বাড়াতে এ দুটি বিষয় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে।

অফশোর বায়ুবিদ্যুতে নজর যুক্তরাষ্ট্রের

২০৩০ নাগাদ অফশোর বায়ুশক্তি খাতে ৩০ গিগাওয়াট স্থাপিত সক্ষমতার এক জাতীয় লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যুক্তরাষ্ট্রের বাইডেন প্রশাসন। আগামী এক দশকে এ খাতে লাখখানেক মানুষের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

উচ্চাভিলাষী এ বায়ুবিদ্যুৎ প্রকল্প ৭৭ হাজার মানুষের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ শ্রমের সুযোগ সৃষ্টি করবে। পাশাপাশি দেশটির উভয় উপকূল ঘিরে প্রতি বছর বিনিয়োগ হবে ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার। ২০৩০ লক্ষ্যমাত্রার সঠিক বাস্তবায়ন ২০৫০ নাগাদ ১১০ গিগাওয়াট বা তারও বেশি অফশোর বায়ুশক্তি উৎপাদনের রূপরেখাটি তুলনামূলক সহজ করে তুলবে। সে সময় এ খাতে কর্মসংস্থান হবে ১ লাখ ৩৫ হাজারের।

লক্ষ্য অর্জনে দেশটির ব্যুরো অব ওশান এনার্জি ম্যানেজমেন্ট ইজারা প্রদানের বিষয়টি যেমন এগিয়ে নেবে, তেমনি ২০২৫ সালের মধ্যে অন্তত ১৬টি বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ শেষে চালু দেখতে চায়। এ প্রকল্পগুলো থেকে বিদ্যুৎ আসবে ১৯ গিগাওয়াট।

বিশ্বের প্রথম শূন্য নির্গমন কার্গো জাহাজ

বায়ু ও হাইড্রোজেন শক্তিচালিত বিশ্বের প্রথম শূন্য নির্গমন কার্গো জাহাজ নির্মাণের আনুষ্ঠানিকতা এখন শেষ। প্রকল্পের নাম 'উইথ অর্কা', চলবে শুধু প্রকৃতির শক্তিতে। ছয় মাসের প্রতিযোগিতা শেষে আগ্রহী ৩১টি জাহাজনির্মাতা প্রতিষ্ঠানের মধ্য থেকে বেছে নেয়া হয়েছে বিজয়ীকে। আশা করা হচ্ছে, এ বছরেই শেষ হবে ডিজাইনের কাজ, যেন ২০২৪ সালেই সাগরে ভাসতে পারে জাহাজটি।

জাহাজটির প্রয়োজনীয় শক্তির বড় অংশ আসবে বায়ুশক্তি থেকে। দুটি বিশাকৃতির রোটর সেল বায়ুশক্তিকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করবে। জাহাজটি চলবে মূলত উত্তর সাগরের উন্মুক্ত জলরাশিতে, যেখানকার বায়ু এ ধরনের প্রপ্রালশনের উপযোগী। বায়ুশক্তির পাশাপাশি থাকবে হাইড্রোজেন-জ্বালানির অভ্যন্তরীণ কমবাশান ইঞ্জিন। সংকুচিত আকারে এ হাইড্রোজেন জাহাজেই থাকবে।

প্রকল্পটির অংশীদারিত্বে রয়েছে নরওয়ের দুটি কোম্পানি: হাইডেলবার্গ সিমেন্ট নরওয়ে এবং ফেলেস্কিপেত এগ্রি।

সুয়েজ খুললেও শুরু ক্ষতিপূরণের যুদ্ধ

বিশালাকৃতির কনটেইনার জাহাজ এভার গিভেন আটকে বন্ধ হয়ে পড়া সুয়েজ খাল দিয়ে পুনরায় জাহাজ চলাচল শুরু হয়েছে। তবে গত অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ থাকার ফলে বিভিন্ন পক্ষ এখন ক্ষতিপূরণের দাবি নিয়ে মাঠে নামছে। সপ্তাহের বেশি সময় ধরে জাহাজ চলাচল বন্ধ থাকায় আক্রান্ত হয়েছে সবাই- শিপিং লাইন, উৎপাদক কোম্পানি থেকে তেল উৎপাদকরা।

পরিবহন আইনবিষয়ক বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান অস্ট্রেলিয়ার নর্টন হোয়াইটের অংশীদার অ্যালেক্সিস কাহালান আইনি ইস্যুটিকে অত্যন্ত জটিল ও বহুবিস্তৃত বলে মনে করছেন। তিনি বলেন, 'চ্যানেল বন্ধ হওয়ার কারণে আটকে পড়া কার্গোগুলোর কথা যদি আপনি একবার কল্পনা করেন-তেল, শস্য, ভোক্তাপণ্য থেকে পচনশীল পণ্য; তাহলে দেখবেন ক্ষতিপূরণ দাবির পূর্ণাঙ্গ চিত্রটা জানতে আমাদের বেশ সময় লেগে যাবে।'

মিশর জানিয়েছে, সুয়েজ বন্ধ থাকার কারণে তারা ১০০ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ চাইতে পারে। তবে কার কাছ থেকে এ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে তা নির্দিষ্ট করে জানায়নি সুয়েজ ক্যানেল অথরিটি। ট্রানজিট ফি হারানো, খনন ও উদ্ধার কার্যক্রমে ক্ষতি, উদ্ধার যন্ত্রপাতি ও শ্রমিক ভাড়া ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণের এ অংক নির্ধারণ করেছে তারা।

এদিকে সুয়েজ বন্ধ থাকার সুযোগে রাশিয়া নর্দান সি রুটের প্রচারে বেশ জোর দিয়েছে। নিরাপদ ও টেকসই সমুদ্রপথ হিসেবে নর্দান রুটকে সুলভে পণ্য পরিবহনে বিশ্বের অন্যতম বিকল্প সমুদ্রপথ হিসেবে তুলে ধরছে তারা। দেশটি আশা করছে, এশিয়া থেকে ইউরোপে পণ্য পরিবহনে সুয়েজ খাল এড়িয়ে গেলে দূরত্ব কমবে ৪ হাজার নটিক্যাল মাইল।

বন্দর পরিচিতি

ইনচন বন্দর

এশিয়ার চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলের ৪০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে হান নদীর তীরে গড়ে উঠেছে দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম বন্দর ইনচন। মূলত শিল্পাঞ্চল হওয়ায় বাণিজ্যিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইনচন বন্দরকে গোটা একটি প্রদেশের মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়া। মানচিত্রে সিউল মেট্রোপলিটন এলাকায় অবস্থিত হলেও লয়েডস লিস্টে কনটেইনার বন্দর হিসেবে ৫৭তম স্থানে থাকা ইনচন বন্দরের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ তাই কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে।

১৮৮৩ সালে ইনচন বন্দরের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু। ১৯১০ সালে ইনচন যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে এ বন্দর দখল করে নেয় জাপান। ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত জাপানি দখলে থাকা ইনচনে এরপর ঘাঁটি গাড়ে মার্কিন নেতৃত্বাধীন মিত্রশক্তি। তিন বছর পর আনুষ্ঠানিকভাবে এ বন্দরের নিয়ন্ত্রণ কোরিয়ার হাতে তুলে দেয় যুক্তরাষ্ট্র। পরবর্তী সময়ে বিশেষ করে বিশ শতকে ব্যাপক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে ইনচন। বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণে অবকাঠামোগত সংস্কারের পাশাপাশি কোরিয়ার প্রথম মুক্ত বাণিজ্য অঞ্চল গড়ে উঠেছে এখানে। বর্তমানে কনটেইনার, গাড়ি, নির্মাণসামগ্রী, বস্ত্র, ভারী যন্ত্র আমদানি-রপ্তানির হাব হয়ে উঠেছে ইনচন।

২০২০ সালে বার্ষিক কনটেইনার হ্যান্ডলিংয়ের পরিমাণ ৩.২৭ মিলিয়ন টিইইউ ছাড়িয়ে যাওয়া ইনচন বন্দরকে প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। বন্দরের লক গেটের ভেতরের অংশে তুলনামূলক শান্ত পানিতে আছে মাল্টি-পারপাস পিয়ারসমৃদ্ধ ইনার পোর্ট। ৪৬ বার্থের ইনার পোর্ট ১৯৭৪ সালে কোরিয়ার প্রথম কনটেইনার পিয়ার হিসেবে কাজ শুরু করে। কনটেইনার ছাড়াও গাড়ি, শস্য, জেনারেল কার্গোও হ্যান্ডল করা হয় এখানে।

সাউথ পোর্টের তিনটি কনটেইনার বার্থে ৪ হাজার টিইইউ ধারণক্ষমতাসম্পন্ন জাহাজের পাশাপাশি বাল্ক পণ্যের জন্য চারটি জেনারেল বার্থ রয়েছে। সাউথ পোর্টে ছোট ও মাঝারি আকারের, মূলত কোস্টাল কার্গো শিপগুলোকে সেবা দেওয়া হয়। শিল্পকারখানার জন্য বিশেষায়িত করা হয়েছে ইনচনের নর্থ পোর্টকে। ১৭টি বার্থে ওঠানামা করানো কাঠ, ইস্পাত, পশুখাদ্য এখানকার প্রধান আমদানি-রপ্তানি পণ্য।

উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সাথে সংযোগের কাজ করে ইনচন নিউ পোর্ট। সর্বাধুনিক অবকাঠামোসমৃদ্ধ একটি কনটেইনার পিয়ার ও ছয়টি বার্থের মাধ্যমে ১২ হাজার টিইইউ পর্যন্ত জাহাজকে সেবা দেওয়া হয় এখানে। ক্রুড অয়েল, রিফাইনড অয়েল এবং রাসায়নিক তরল ওঠানামা করানোর জন্য নর্থ পোর্টের অয়েল ডলফিন জেটিতে আছে ছয়টি বার্থ, যেখানে ৫ থেকে ২০০ টন ধারণক্ষমতার ট্যাংকার হ্যান্ডল করা হয়। সাউথ পোর্টের দুই ডলফিন জেটিতে আকরিক তেলের পাশাপাশি এলপিজি বহনকারী জাহাজকেও সার্ভিস দেওয়া হয়। বন্দরের এ অংশের কোল পিয়ারে কয়লা ও আকরিক তেল দুইটাই হ্যান্ডলিং হয়।

প্রথম সারির বেশির ভাগ বন্দরের মতো প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল হিসেবেও দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এ বন্দর। ইনচন ইন্টারন্যাশনাল ফেরি টার্মিনালের দুটি টার্মিনাল থেকে নয়টি শিপিং কোম্পানি উত্তর চীনের অন্তত দশটি বড় শহরে যাত্রী এবং পণ্য পারাপার করে। বেশকিছু ক্রুজ লাইনারও তাদের ভ্রমণ প্যাকেজ পরিচালনা করে এখানে, ফলে বৈশ্বিক মেরিটাইম ট্যুরিজম প্ল্যাটফর্ম হিসেবে নৌ-পর্যটন খাতে ইনচনের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

কোরিয়ার ব্যস্ততম বন্দর বুসানের ওপর চাপ কমিয়ে বন্দর হিসেবে ইনচনকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়েছে দেশটির সরকার। আড়াই ট্রিলিয়ন কোরিয়ান ইউয়ান ব্যয়ে ২.১ মিলিয়ন টিইইউ কার্গো অ্যান্ড কনটেইনার হ্যান্ডলিং সক্ষমতার ইনচন নিউ পোর্ট স্টেজ ওয়ান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের নির্মাণকাজ প্রায় শেষ। ইনচন বন্দরের সাথে চীন এবং সিউল মেট্রোপলিটনের ট্রাফিক বৃদ্ধিতে মাইলফলক হতে যাচ্ছে এ প্রকল্প। গড়ে উঠছে ইন্টারন্যাশনাল প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল, যেখানে ৮ বার্থে ২ লাখ ২৫ হাজার টন পর্যন্ত ডেডওয়েট টনের ক্রুজ শিপ এবং কার ক্যারিয়ার পরিচালনা করা হবে। ইয়েলো সি আঞ্চলিক বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবে দেশের হিন্টারল্যান্ডের সাথে সংযোগ বৃদ্ধিতেও মনোযোগ দিচ্ছে ইনচন।

মেরিটাইম ইভেন্টস

আইএমও মেরিটাইম সেফটি কমিটি মিটিং

৫-১৪ মে, ভার্চুয়াল

গত বছরের শেষ ও চলতি বছরের শুরুর দিকে মাত্র তিন মাস সময়ের মধ্যে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে বিভিন্ন দুর্ঘটনায় প্রায় সাড়ে তিন হাজার কনটেইনার সাগরে হারিয়ে গেছে। অন্যান্য সময়ের তুলনায় এ সংখ্যাটি অনেক বেশি। কী কারণে এমনটি হচ্ছে, তা বড় উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম অর্গানাইজেশনের (আইএমও) আসন্ন বৈঠকে এই বিষয়টি বেশ গুরুত্ব পাবে। অনলাইনে অনুষ্ঠিতব্য এ বৈঠকে বাল্টিক অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল মেরিটাইম কাউন্সিলের (বিমকো) প্রতিনিধিরাও অংশ নেবেন।

বিস্তারিত: https://en.portnews.ru/news/312535

১২তম আর্কটিক কাউন্সিল মিনিস্টারিয়াল মিটিং

২০ মে, রেইকিয়াভিক ও ভার্চুয়াল

আর্কটিক কাউন্সিলের ১২তম মিনিস্টারিয়াল বৈঠকটির আয়োজক আইসল্যান্ড। দেশটির রাজধানী রেইকিয়াভিকে সশরীরে উপস্থিতি ও ভার্চুয়াল উভয় পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিতব্য এ বৈঠকের মাধ্যমে কাউন্সিলের চেয়ারম্যান হিসেবে আইসল্যান্ডের দুই বছরের মেয়াদ শেষ হচ্ছে। পরবর্তী ২০২১-২৩ মেয়াদের জন্য এই দায়িত্ব পালন করবে রাশিয়া। আর্কটিক অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধির এজেন্ডা থাকছে এ বৈঠকের আলোচ্যসূচিতে। চলতি বছর কাউন্সিলের প্রতিষ্ঠার রজতজয়ন্তী হওয়ায় এবারের বৈঠকটি বিশেষভাবে গুরুত্ববহ।

বিস্তারিত: https://en.portnews.ru/news/312745

ক্যাপিটাল লিংক মেরিটাইম ফোরাম-নরওয়ে

২৬-২৭ মে, ভার্চুয়াল

ডিএনভির সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে এ ফোরামের আয়োজন করবে ক্যাপিটাল লিংক। নিউইয়র্কভিত্তিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানটি মেরিটাইম, ভোগ্যপণ্য ও জ্বালানি খাত নিয়ে গবেষণা ও কৌশলগত পরামর্শ প্রদানের কাজ করে। নরওয়েজিয়ান শিপওনার্স অ্যাসোসিয়েশন এই ফোরাম আয়োজনে প্রয়োজনীয় সহায়তা দেবে। ফোরামটি আগামী ১-২ জুন অনুষ্ঠেয় নর-শিপিংয়ের হাইব্রিড ইভেন্ট 'ওশান নাউ'-এর প্রাক-আয়োজন হিসেবে কাজ করবে। মেরিটাইম ক্লাস্টারের গুরুত্বপূর্ণ প্রায় সব এজেন্ডা নিয়েই আলোচনা হবে ভার্চুয়াল এই ফোরামে।

বিস্তারিত: https://en.portnews.ru/news/312738

গ্রন্থ পরিচিতি

ফিমেল টারস: উইমেন অ্যাব্রোড শিপ ইন দ্য এজ অব সেইল

সুজান জে স্টার্ক

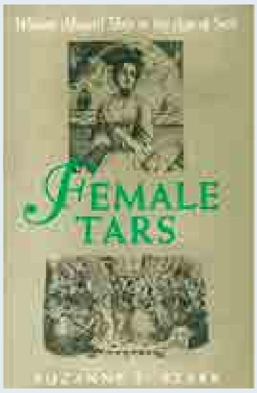

নারী নাবিক বলতে আজকের দিনে যে আত্মপ্রত্যয়ী এবং দক্ষ মেরিনারের মুখ ভেসে ওঠে, তা কিন্তু একদিনে অর্জিত হয়নি। আঠারো ও উনিশ শতকে নৌবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার স্ত্রীরা ছাড়া আরও অনেক নারীই সমুদ্রযাত্রায় নাবিকদের সঙ্গী হতেন, যা বেশির ভাগ সময়েই সম্মানিত কোনো পদ হতো না। রাঁধুনি, পরিচ্ছন্নতা কর্মী, এমনকি দেহপসারিণী হিসেবে দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় যোগ দিয়েছেন নারীরা। রক্তে অ্যাডভেঞ্চারের নেশা নিয়ে জন্মানো অনেক নারী সামাজিক বাধা উপেক্ষা করে সরাসরি নাবিক হিসেবে, এমনকি পুরুষ ছদ্মবেশে হলেও বিশ্ব পরিভ্রমণ করেছেন সমুদ্রপথে, তাও সেই আঠারো শতাব্দীতে! ঝড়-জলোচ্ছ্বাসে, যুদ্ধে-জলদস্যুর আক্রমণে শক্তপোক্ত, কর্কশ নাবিকদের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিরোধ করেছেন তাঁরাও, কিন্তু বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই ইতিহাস তাঁদের প্রাপ্য সম্মান তো দূরের কথা, নামটাও উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করেনি। গোপন করা হয়েছে তাঁদের উপস্থিতি। সেই অভাব কিছুটা ঘুচিয়েছে সুজান জে স্টার্কের গবেষণাগ্রন্থ ফিমেল টারস: উইমেন অ্যাব্রোড শিপ ইন দ্য এজ অব সেইল।

বইটির প্রথম অধ্যায়ে রয়েছে পেটের দায়ে নিশিকন্যা বনে যাওয়া হতভাগ্য মেয়েদের গল্প। ডেকের সবচেয়ে নিচের অংশে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে নিম্নমানের খাবার খেয়ে বেঁচে থাকতে বাধ্য হওয়া মেয়েদের কোনো ছুটির দিন, শোর লিভ ছিল না। অচেনা বন্দরে পরিত্যক্ত হওয়ার ভয়ে তাঁরা ছুটি চাইতেনও না।

লোয়ার ডেকে থাকা স্ত্রীদের কাহিনি উঠে এসেছে দ্বিতীয় অধ্যায়ে। কর্মচারী হিসেবে নাম এন্ট্রি না হওয়ায় নাবিকের স্ত্রীরা স্বামীর রেশন ভাগ করে খেতেন, কোনো আলাদা কক্ষ দূরের কথা, ঘুমানো বা পোশাক পরিবর্তনের জন্য একটু আড়ালও থাকত না। অথচ অনেকেই বিনা বেতনে রাইফেল রিলোড, পরিচ্ছন্নতা বা অন্যান্য কাজে সহকারী হিসেবে স্বামীর পাশে থাকতেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে সেই সব অসম সাহসী নারী নাবিকদের, যারা পুরুষবেশে মেরিনার বনে গিয়েছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তখন মধ্যগগনে, বিপুল পরিমাণে নাবিক দরকার ছিল সরকারের। নাবিকের খাতায় নাম লেখাতে চাইলে কাউকেই ফেরানো হতো না। ন্যূনতম শারীরিক পরীক্ষা ছাড়াই ভর্তি করা হতো নৌবাহিনীতে।

উইলিয়াম শ্যান্ডলার ছদ্মনামে ১৭৬০ সালে পুরুষবেশে সমুদ্র অভিযানে অংশ নেওয়া জাহাজ মেরামতকর্মী নারী মেরি লেসির কাহিনি রয়েছে ২৪৪ পৃষ্ঠার বইয়ের চতুর্থ তথা শেষ অধ্যায়ে। ব্রিটিশ এডমিরালটি থেকে সরকারি পেনশন মঞ্জুর হওয়া প্রথম নারী নাবিক ছিলেন তিনি।

২০১৭ সালে নেভাল ইনস্টিটিউট প্রেস থেকে রিপ্রিন্ট হওয়া ফিমেল টারস: উইমেন অ্যাব্রোড শিপ ইন দ্য এজ অব সেইলের কিন্ডল ই-বুক সংস্করণ ১০ মার্কিন ডলার, পেপারব্যাক ১৮.৯৫ এবং হার্ডকভার মিলবে ৩৬ ডলারে।

আইএসবিএন-১০: ১৫৯১১৪৫৭২৪
আইএসবিএন-১৩: ৯৭৮-১৫৯১১৪৫৭২১

মেরিটাইম ফ্যাক্ট

ইকো সাউন্ডার

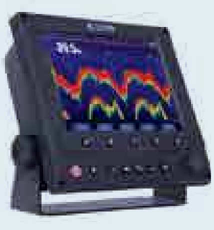

ইকো সাউন্ডার হচ্ছে আধুনিক নৌ-যোগাযোগ ব্যবস্থায় অপরিহার্য একটি যন্ত্র। এটি দিয়ে পানির গভীরতা এবং এর তলদেশে কোনো বস্তুর উপস্থিতি নির্ণয় করা হয়। ১৯১৩ সালে জার্মান উদ্ভাবক আলেক্সান্ডার বেহম এটির প্যাটেন্ট নেন। ইকো সাউন্ডার যন্ত্র থেকে এক ধরনের শব্দতরঙ্গ নিক্ষেপ বা প্রেরণ করা হয়, যা সমুদ্রের তলদেশ কিংবা নিমজ্জিত অন্য কোনো বস্তুতে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। সেই শব্দের প্রেরণ, নির্গমণ ও ফিরে আসার সময় রেকর্ড করে, পানিতে শব্দের দ্রুতি গণনা করে তলদেশের গভীরতা মাপা হয়। ইকো সাউন্ডারের কারণে ডুবোচরে আটকে যাওয়া বা পানির নিচে অযাচিত কোনো বস্তুর সাথে সংঘর্ষের ভয় থাকে না। পানির গভীরতা অনুযায়ী নৌযান প্রয়োজনীয় গতিতে চলতে পারে।

ইকো সাউন্ডার হাই ফ্রিকোয়েন্সির, সাধারণত ১০ থেকে ২০০ কিলোহার্টজ শব্দতরঙ্গ উল্লম্বভাবে সমুদ্রের নিচে প্রেরণ করে। বায়ুর চেয়ে পানি প্রায় তিন গুণ বেশি দ্রুত শব্দ পরিবহন করে, আর সমুদ্রপৃষ্ঠে শব্দের বেগ সেকেন্ডে ১ হাজার ৫০০ মিটার। শব্দ প্রেরণ এবং ফিরে আসার জন্য প্রয়োজনীয় সময়কে ২ দিয়ে ভাগ করে গতিবেগ দিয়ে গুণ করলে কাঙ্ক্ষিত গভীরতা পাওয়া যায়। ধরা যাক, সমুদ্রের মাঝখানে থাকা একটি জাহাজের ইকো সাউন্ডার থেকে শব্দ প্রেরণের ৩ সেকেন্ড এর প্রতিধ্বনি সোনারে ধরা পড়ল। সেক্ষেত্রে এই স্থানে সমুদ্রের গভীরতা ২২৫০ মিটার। যদিও একেবারে নির্ভুল পরিমাপ পেতে হলে এই ফলাফলের সাথে তাপমাত্রা, লবণাক্ততা, সমুদ্রের জলপ্রবাহের গতি এবং বায়ুচাপের মান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়।

সমুদ্র তলদেশের গভীরতা পরিমাপ ছাড়াও হাইড্রোগ্রাফিক ও টপোগ্রাফিক জরিপ, মৎস্য বিচরণস্থল, জিপিএস সিস্টেমে ইকো সাউন্ডারের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

মেরিটাইম ব্যক্তিত্ব

জিন বারেট

সাগরপথে গোটা পৃথিবী ঘুরে বেড়ানো প্রথম নারী হিসেবে অমর হয়ে আছেন জিন বারেট। ফ্রান্সের হতদরিদ্র ঘরে জন্মানো মেয়েটি 'জাঁ' নামের পুরুষ সেজে ঘুরে বেড়িয়েছেন দক্ষিণ আমেরিকার গহিন অ্যামাজন জঙ্গল থেকে ম্যাগেলান প্রণালি হয়ে ইন্দো-প্যাসিফিক সমুদ্রের স্বর্গীয় দ্বীপমালাগুলোয়। ফ্রেঞ্চ সম্রাট পঞ্চদশ লুইয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় বিখ্যাত ফরাসি এডমিরাল লুইস আন্তন দ্য বোগেনভিলা পরিচালিত ১৭৬৬ সালের সমুদ্র অভিযানে অংশ নেন জিন। জিনের ফরাসি প্রেমিক ফিলিবার্ট কমারসন ছিলেন একজন উদ্ভিদবিজ্ঞানী, এ অভিযানে অংশ নেওয়ার জন্য ফ্রান্স সরকারের কাছ থেকে আমন্ত্রণ পেয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গী হিসেবে হ্যাট, কোট-প্যান্ট পরে পুরুষের ছদ্মবেশে ১৭৬৬ সালের ডিসেম্বরে রচেফোর্ট বন্দরে অপেক্ষমাণ অভিযাত্রী জাহাজ এতোইলে পা রাখেন জিন। সমুদ্র ভ্রমণের সময় বিভিন্ন দেশ, বন্দর, তীর থেকে হাজার হাজার উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও লেবেলিং করেন এই জুটি। জিনের সহায়তায় তৎকালীন বিশ্বের বৃহত্তম উদ্ভিদ নমুনা সংগ্রহশালা গড়ে তোলেন কমারসন। প্যারিস ন্যাচারাল হিস্ট্রি মিউজিয়ামে আজো সংরক্ষিত আছে সেসব নমুনা।

জাঁ প্রকৃতপক্ষে একজন নারী, জাহাজে এরকম গুজব চালু থাকলেও ১৭৬৮ সালে অভিযাত্রিক দল তাহিতি পৌঁছানোর পর ফাঁস হয় তাঁর আসল পরিচয়। এরপর আইল দ্য ফ্রান্সে গেলে তাঁদের দেখা হয় অপর বিখ্যাত বোটানিস্ট পিয়েরে পোইভ্রের সাথে, তাঁর সঙ্গে বসবাসের আহ্বানে সাড়া দিয়ে জাহাজ থেকে নেমে পড়েন এই যুগল।

১৭৮৫ সালে ফ্রেঞ্চ এডমিরাল এবং অভিযাত্রী দ্য বোগেনভিল জাহাজে থাকাকালীন সাহসী এবং অনুকরণযোগ্য কর্মকাণ্ডের পুরস্কার হিসেবে বারেটকে বার্ষিক ২০০ লিরা পেনশন মঞ্জুর করে ফরাসি সরকার। ১৮০৭ সালে ৬৭ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন ও শিশুদিবস উপলক্ষে ১৭ মার্চ শিশুদের নিয়ে কেক কাটেন বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান, পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও সিবিএ নেতৃবৃন্দ

চট্টগ্রাম বন্দরে বঙ্গবন্ধুর ১০১তম জন্মদিন উদ্‌যাপন

যথাযোগ্য মর্যাদায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ১০১তম জন্মবার্ষিকী ও জাতীয় শিশু দিবস পালন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। দিবসটি উপলক্ষে ১৭ মার্চ সকালে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ বন্দর ভবন প্রাঙ্গণে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ, পায়রা অবমুক্ত এবং কেক কাটেন। এ সময় বন্দরের সকল বিভাগীয় প্রধানসহ সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং সিবিএ সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরে শহীদ ফজলুর রহমান মুন্সি অডিটোরিয়ামে বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর আলোচনা সভা, 'বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ' বিষয়ের ওপর আয়োজিত রচনা এবং চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। চবক চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন। এ সময় বঙ্গবন্ধুর বর্ণাঢ্য জীবন ও কর্মের ওপর ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন উপলক্ষে বন্দরের পরিচালনাধীন সকল মসজিদ, এবাদতখানা, মন্দির ও বৌদ্ধ বিহারে বিশেষ দোয়া ও প্রার্থনার আয়োজন করা হয় এবং বন্দর হাসপাতালে অভ্যন্তরীণ রোগীদের উন্নত মানের খাদ্য পরিবেশন করা হয়। এদিন বিকালে চট্টগ্রাম বন্দর স্পোর্টস কমপ্লেক্সে শিশু-কিশোর শিক্ষার্থীদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। বন্দরের পর্ষদ সদস্য কমডোর মোহাম্মদ মোস্তাফিজুর রহমান বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

এ ছাড়া ১৬ মার্চ সন্ধ্যা থেকে ১৭ মার্চ পর্যন্ত বন্দর ও বন্দরের গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাসমূহে আলোকসজ্জা করা হয়।

মৃত মোংলা বন্দরকে জীবিত করেছেন শেখ হাসিনা: নৌ প্রতিমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা, তিনি মৃতপ্রায় মোংলা বন্দরকে জীবিত করেছেন। প্রায় ১৫০ কিলোমিটার নৌ-চ্যানেল ড্রেজিং করার উদ্যোগ তিনিই নিয়েছেন। এর ফলে আগামী দিনের উন্নত বাংলাদেশ তৈরির পথযাত্রা শুরু হলো। বেশি ড্রাফটের বিদেশি জাহাজ প্রবেশের সুবিধার্থে মোংলা বন্দরে ইনার বার ড্রেজিং প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন শেষে ১৩ মার্চ নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী সাংবাদিকদের এ কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'মোংলা বন্দরে ইতিমধ্যে ছয় হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এই বন্দরের সঙ্গে রেললাইন যুক্ত হচ্ছে, বন্দর চ্যানেলে নাব্যতা ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। সবকিছু মিলে এখানে বিশাল এক কর্মযজ্ঞ চলছে। এসব প্রকল্পের কাজ শেষ হলে বাংলাদেশের অর্থনীতি আরও মজবুত হবে।'

এ সময় নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন খুলনা সিটি করপোরেশনের মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী ও স্থানীয় সংসদ সদস্য বেগম হাবিবুন নাহার, নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা প্রমুখ।

দেশের দ্বিতীয় সমুদ্র বন্দর হিসেবে মোংলার সম্ভাবনা অসীম হলেও নাব্যতা সংকটে এখানে বেশি ড্রাফটের বিদেশি জাহাজ ভিড়তে পারতো না । পুরোদস্তুর ব্যবসাবান্ধব সমুদ্রবন্দর হতে হলে এখানে অনায়াসে প্রবেশ করতে হবে সাড়ে ৯ থেকে ১০ মিটারের গভীরতার জাহাজ। কিন্তু সেখানে সাত মিটারের গভীরতার জাহাজ ছাড়া প্রবেশ করতে না পারায় সংকট দেখা দেয়। আর সেই সংকট মোকাবিলায় নদী খননের উদ্যোগ নেয় বন্দর কর্তৃপক্ষ।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল মোহাম্মদ মুসা জানান, আন্তর্জাতিক টেন্ডারের মাধ্যমে ৭৯৩ কোটি ৭২ লাখ ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে চীনা ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান চায়না সিভিল করপোরেশনকে এ কাজটি দেওয়া হয়েছে। তারা ২০২২ সালের জুন মাসে কাজটি সম্পন্ন করবে। এই ড্রেজিংয়ের ফলে বন্দর চ্যানেলের নাব্যতা সংকট দূর হবে এবং পণ্যবাহী বিদেশি জাহাজ আগমন বৃদ্ধিসহ অর্থনৈতিকভাবে গতিশীলতা বাড়বে বলেও জানান তিনি।

চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারে পণ্য পরিবহনের ৪৪ বছর

চট্টগ্রাম বন্দরে কনটেইনারে পণ্য পরিবহনের ৪৪ বছর পূর্ণ হয়েছে ২২ মার্চ। ১৯৭৭ সালের এই দিনে চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে 'এস এস টেনাসিটি' নামক জাহাজে ছয়টি কনটেইনারে পণ্য আমদানির মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে এখন বছরে ২৮ লাখ কনটেইনার পরিবহন হচ্ছে।

কনটেইনার পরিবহনের সংখ্যা দিয়ে কোনো দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিবেচনা করা হয়। কারণ, কনটেইনারে যেমন মূল্যবান রপ্তানি পণ্য পরিবহন হয়, তেমনি শিল্পের কাঁচামাল, যন্ত্রপাতিসহ বাণিজ্যিক পণ্যও আমদানি হয়।

কনটেইনারে পণ্য পরিবহন চালু করার মূল উদ্দেশ্য ছিল, বন্দর থেকে সরাসরি কারখানা বা গুদামে পণ্য নিয়ে যাওয়া এবং সেখান থেকে বন্দরে জাহাজে পৌঁছে দেওয়া। বর্তমানে আমদানি পণ্যবাহী কনটেইনারের ৬৫ শতাংশ চট্টগ্রাম বন্দর চত্বরে খালাস করা হয়। এই পদ্ধতিতে কনটেইনার খুলে ট্রাকে বোঝাই করে পণ্য নেওয়া হয়। এতে প্রতিদিন বন্দর চত্বরে বিপুলসংখ্যক ট্রাক প্রবেশ করায় কনটেইনার পরিচালন কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে। বন্দরের মূল চত্বরেও গাড়ির জট লেগে থাকছে। বাকি ৩৫ শতাংশ কনটেইনার সরাসরি বেসরকারি কনটেইনার ডিপো ও রপ্তানি প্রক্রিয়াজাতকরণ এলাকায় অবস্থিত কারখানায় নিয়ে খালাস করা হয়। জাহাজ থেকে নামানোর পর সরাসরি বন্দরের বাইরে নেওয়া হয় বলে এসব কনটেইনার ব্যবস্থাপনায় বন্দরের পরিচালন কার্যক্রমে চাপ পড়ে না। তাই বন্দরের বাইরে পণ্য খালাসের হার বাড়ানো গেলে বন্দর কর্তৃপক্ষ ও ব্যবহারকারীরা কনটেইনার পরিবহনের সুফল পাবে বলে মনে করা হয়।

কনটেইনারে পণ্য পরিবহনের 'জনক' বলা হয় ম্যালকম ম্যাকলিনকে। ১৯৫৬ সালের ২৬ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রে তিনি পণ্য পরিবহনের এই বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন।

চট্টগ্রামে বেসরকারি জেটিতে ভিড়েছে প্রথম জাহাজ

চট্টগ্রামের জাহাজ মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান 'কর্ণফুলী ড্রাই ডক লিমিটেডের' জেটিতে ৩০ মার্চ প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম বন্দরে আসা পণ্যবাহী জাহাজ ভিড়েছে। জেটিতে ভেড়ানোর পর জাহাজ থেকে রডের কাঁচামাল পুরোনো লোহার টুকরা খালাস করা হয়। বেসরকারি জেটিতে ভেড়ানো জাহাজটি ইস্পাত খাতের প্রতিষ্ঠান বিএসআরএম গ্রুপের কাঁচামাল নিয়ে এসেছে।

আমদানি পণ্যবাহী জাহাজের অপেক্ষমাণ সময় কমাতে বেসরকারি জেটিতে জাহাজ ভেড়ানোর যে উদ্যোগ চট্টগ্রাম বন্দর নিয়েছে, এটি তারই প্রথম পদক্ষেপ।

১০ মার্চ মেঘনা গ্রুপের দুটি সমুদ্রগামী কার্গো জাহাজের উদ্বোধন করেন নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী। এ সময় বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান উপস্থিত ছিলেন

কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ পাড়ে আনোয়ারায় কর্ণফুলী ড্রাই ডকের দুটি জেটি রয়েছে। একটি নির্মাণাধীন। আরেকটি জেটির নির্মাণ শেষ হয়েছে এ মাসে। এই জেটিতেই 'এমভি দিনা ওশেন' নামের জাহাজটি ভেড়ানো হয়। প্রায় ১৫৪ মিটার লম্বা জাহাজটি জাপান থেকে ১৫ হাজার ২২১ টন পুরোনো লোহার টুকরা নিয়ে আসে।

কর্ণফুলী ড্রাই ডক লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ রশিদ বলেন, 'নির্মাণাধীন জেটিটিও অল্প কিছুদিনের মধ্যে প্রস্তুত হবে। তখন একসঙ্গে দুটো জাহাজ ভেড়ানো যাবে। তাতে দুই জেটিতে মাসে ১০-১২টি জাহাজ ভেড়ানো যাবে।'

চট্টগ্রাম বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি বাড়তে থাকায় কয়েক মাস ধরে অপেক্ষমাণ জাহাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থায় কর্ণফুলী নদীর দুই পাড়ে সরকারি-বেসরকারি সংস্থার সব জেটি ব্যবহারের আওতায় আনার উদ্যোগ নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। এ উদ্যোগের অংশ হিসেবে প্রথম ধাপে এই জেটিতে জাহাজ ভেড়ানো হলো।

বিএসআরএম গ্রুপের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন সেনগুপ্ত বলেন, 'বন্দরের খুবই ভালো পদক্ষেপ এটি। কারণ, জেটির অভাবে বহির্নোঙরে দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে হতো। এ পদক্ষেপে কিছুটা হলেও জট কমবে। বন্দরের চেয়ে এই জেটি ব্যবহারে ঘুরপথে পণ্য কারখানায় নেওয়ার জন্য খরচ একটু বেশি হবে। এরপরও কাঁচামালের অভাবে কারখানায় উৎপাদন ব্যাহত হবে না।'

কয়েক বছর ধরে অনিয়মিতভাবে নৌবাহিনী পরিচালিত জাহাজ মেরামতকারী প্রতিষ্ঠান চিটাগং ড্রাই ডকের জেটি ব্যবহার করে আসছে বন্দর। এ ছাড়া আমদানিকারকের চাহিদা অনুযায়ী বিচ্ছিন্নভাবে মাঝেমধ্যে আরও কয়েকটি সরকারি সংস্থার বিশেষায়িত জেটি ব্যবহৃত হতো।

পণ্য পরিবহনে নতুন দুটি জাহাজ ভাসাল মেঘনা গ্রুপ

সমুদ্রে পণ্য পরিবহনের জন্য নতুন দুটি জাহাজ ভাসাল মেঘনা গ্রুপ। সাগরে আরও দুটি জাহাজে উড়ছে লাল-সবুজের পতাকা। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীর মাসে ১০ মার্চ বঙ্গোপসাগরে নতুন এই দুই জাহাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়।

বিশালাকার জাহাজ দুটি হলো 'এমভি মেঘনা প্রিন্সেস' এবং 'এমভি মেঘনা অ্যাডভেঞ্চার'। প্রতিটি জাহাজ লম্বায় প্রায় ২০০ মিটার। প্রতিটি ৬২ হাজার টন পণ্য পরিবহন করতে সক্ষম। নতুন জাহাজ দুটিতে মেঘনা গ্রুপ বিনিয়োগ করেছে ৪৬ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৩৯১ কোটি টাকা। এতে অর্থায়ন করেছে দ্য হংকং অ্যান্ড সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন (এইচএসবিসি) বাংলাদেশ। জাহাজ দুটিতে কর্মসংস্থান হয়েছে ৪২ জন দেশীয় নাবিকের। নতুন হওয়ায় দুটি জাহাজ বিশ্বের যেকোনো বন্দরে পণ্য পরিবহন করতে পারবে। চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে নোঙর করে রাখা 'এমভি মেঘনা প্রিন্সেস' জাহাজের ডেকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হয়।

অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের পতাকা নিয়ে জাহাজ দুটি বিশ্বের এক বন্দর থেকে আরেক বন্দরে যাবে। শুধুই ব্যবসা নয়, বিশ্বের বন্দরে বাংলাদেশের দূত হিসেবে কাজ করবে দুটি জাহাজ। বাংলাদেশকে মানুষ চিনবে। এটা আমাদের জন্যই গর্বের।'

প্রতিমন্ত্রী বলেন, 'জাহাজ পরিচালনা খাতে উদ্যোক্তারা এগিয়ে এসেছেন। আগামী ৫-১০ বছরে আমাদের বহরে ৫০০ জাহাজ দেখতে চাই। এই খাতে এখনো যেসব সীমাবদ্ধতা আছে, তা দূর করতে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বিনিয়োগের দরজা খুলে দিয়েছেন।'

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, 'সমুদ্র অর্থনীতির প্রধান খাত হলো শিপিং। শিপিং খাতে বিনিয়োগ করে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে মেঘনা গ্রুপ। মেঘনার পথ ধরে অন্যরাও এই খাতে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে।' বাল্ক জাহাজের পাশাপাশি কনটেইনার জাহাজেও বিনিয়োগের আহ্বান জানান তিনি।

মেঘনা গ্রুপের চেয়ারম্যান মোস্তফা কামাল বলেন, 'করোনায় বৈশ্বিক মন্দার সময় প্রধানমন্ত্রী উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের সুযোগ নিতে বলেছিলেন। সেই সুযোগ গ্রহণ করেছে মেঘনা। নতুন এ দুটির পাশাপাশি আরও চারটি জাহাজ যুক্ত হবে আগামী বছর। এসব জাহাজে অন্তত ১০ শতাংশ কম ব্যয় হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে নৌপরিবহন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক কমডোর আবু জাফর মো. জালাল উদ্দিন, একাত্তর টিভির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোজাম্মেল হক, এইচএসবিসি বাংলাদেশের হোলসেল ব্যাংকিং বিভাগের প্রধান কেভিন গ্রিন, এমভি মেঘনা প্রিন্সেস জাহাজের মাস্টার ক্যাপ্টেন মতিউর রহমান বক্তব্য দেন।

মেঘনার নতুন জাহাজের মাধ্যমে বাংলাদেশের বহরে সমুদ্রগামী জাহাজের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬৩।

রিজার্ভের অর্থে খনন হবে পায়রা বন্দরের চ্যানেল

কেন্দ্রীয় ব্যাংকে গচ্ছিত বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বা মজুতের অর্থ দিয়ে এবার দেশে অবকাঠামো উন্নয়ন হবে। এ জন্য একটি তহবিল গঠন করা হয়েছে। এটির নাম 'বাংলাদেশ অবকাঠামো উন্নয়ন তহবিল' (বিআইডিএফ)। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ মার্চ গণভবন থেকে অনলাইনে বিআইডিএফের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন।

আপাতত বিদ্যুৎ খাতে ও বন্দর উন্নয়নে ব্যবহৃত হবে এই তহবিলের অর্থ। তহবিলটির বার্ষিক বিনিয়োগ লক্ষ্যমাত্রা ২০০ কোটি ডলার। তহবিল থেকে প্রথম ঋণ পাচ্ছে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের খনন কর্মসূচি। ঋণের পরিমাণ ৫ হাজার ৪১৭ কোটি টাকার সমান, যা দেওয়া হবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একক মুদ্রা ইউরোয়। এ নিয়ে অর্থ বিভাগ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ ও সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের মধ্যে একটি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানায়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে অর্থ বিভাগ প্রান্তে উপস্থিত ছিলেন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, নৌপ্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির, অর্থসচিব আবদুর রউফ তালুকদার, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান কমডোর হুমায়ুন কল্লোল। প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব আহমদ কায়কাউস অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর তার সক্ষমতার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। কিন্তু দেশে বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ দিন দিন বাড়ছে। ফলে বন্দরগুলোর ওপর বাড়ছে চাপ। তৃতীয় সমুদ্রবন্দর প্রতিষ্ঠা করা তাই জরুরি হয়ে পড়েছে।'

২০১৩ সালে পটুয়াখালী জেলার রাবনাবাদ চ্যানেলে পায়রা বন্দর নামে দেশের তৃতীয় সমুদ্রবন্দরের উদ্বোধন করা হয়। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এটি সরকারের অতি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রাধিকার প্রকল্প। প্রথম অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি হিসেবে পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের ক্যাপিটেল ও মেইনটেন্যান্স ড্রেজিং কর্মসূচিটি নেওয়া হয়েছে।'

২০৫০ সাল নাগাদ দেশে কনটেইনারবাহী কার্গো পরিবহনের চাহিদা হবে বর্তমানের চেয়ে দ্বিগুণের বেশি। আর খননের মাধ্যমে রাবনাবাদ চ্যানেলের গভীরতা ১০ দশমিক ৫ মিটারে উন্নীত করা সম্ভব। এর ফলে বিপুলসংখ্যক বিদেশি জাহাজ এই বন্দরে আসবে এবং দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যে নতুন মাত্রা সংযোজিত হবে। এ ছাড়া দেশের দক্ষিণাঞ্চলের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানেও ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অর্থ বিভাগ জানায়, পায়রা বন্দর ৫ হাজার ৪১৭ কোটি টাকার সমান ঋণ পাবে। ১০ বছর মেয়াদে তা দেবে সোনালী ব্যাংক। এর মধ্যে তিন বছর গ্রেস পিরিয়ড। সোনালী ব্যাংক বাংলাদেশি টাকা দিয়ে ইউরো কিনে এই ঋণ দেবে। মোট ১১টি কিস্তিতে দেওয়া হবে অর্থ। প্রথম কিস্তির অর্থ দেওয়া হবে মে মাসে। এই ঋণের বিপরীতে সুদ দিতে হবে ২ শতাংশ। এর মধ্যে ১ শতাংশ বাংলাদেশ ব্যাংক ও ১ শতাংশ সোনালী ব্যাংক পাবে। ২০৩১ থেকে ২০৪১ সালের মধ্যে ঋণের অর্থ পরিশোধ করবে পায়রা বন্দর। প্রতিবছর চার কিস্তি

হিসেবে মোট ৪০ কিস্তিতে ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

বাংলাদেশ-ভারত নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন জাতীয় আয় বাড়াবে ১৭%: বিশ্বব্যাংক

বাংলাদেশের ও ভারতের মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা চালু করতে পারলে বাংলাদেশের জাতীয় আয় ১৭ শতাংশ বেড়ে যাবে। আর ভারতের জাতীয় আয় বাড়বে ৮ শতাংশ। এ জন্য সড়ক, নৌ ও রেলপথের উন্নয়ন করতে হবে। এমনকি পণ্যের চালান যাতে সহজেই সীমান্ত পার হতে পারে, সেই ব্যবস্থা চালু করতে হবে। অবকাঠামো উন্নয়নে বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।

৯ মার্চ বিশ্বব্যাংক 'সমৃদ্ধির জন্য আন্তঃযোগাযোগ: দক্ষিণ এশিয়ার পূর্বাঞ্চলের সমন্বিত পরিবহন ব্যবস্থা চালুর চ্যালেঞ্জ ও সুযোগ' শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে বাংলাদেশ ও ভারতের জাতীয় আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা বলা হয়েছে। তবে এই জাতীয় আয় বাংলাদেশের নাগরিকদের ব্যক্তিগত আয় বৃদ্ধি নয়। দেশের অভ্যন্তর এবং বিদেশ থেকে একটি দেশ যে আয় করে, এর মোট হিসাব।

প্রতিবেদনটি প্রকাশ উপলক্ষে ভারত ও বাংলাদেশে একযোগে ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে বিশ্বব্যাংক। সেখানে প্রতিবেদনের নানা দিক তুলে ধরেন বিশ্বব্যাংকের জ্যেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ মাটিয়াস হেরেরা ডাপ্পি ও বেসরকারি খাত বিশেষজ্ঞ চার্লস কুনাকা। নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা চালু হলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য বাড়বে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বর্তমানে ভারতের একটি কোম্পানি বাংলাদেশের একটি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করলে যত খরচ হয়, তার চেয়ে ১৫ থেকে ২০ শতাংশ খরচ কম হয় যদি ওই কোম্পানি ব্রাজিল বা জার্মানির একটি কোম্পানির সঙ্গে ব্যবসা করে। উচ্চ কর, প্যারা ট্যারিফ, অশুল্ক বাধাসহ বিভিন্ন কারণে দুই দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশ ও ভারতের শুল্ক-কর হার বিশ্ব শুল্ক-করের গড় হারের দ্বিগুণ।

ওই প্রতিবেদনে বাংলাদেশ, ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে মোটর ভেহিকলস এগ্রিমেন্ট (এমভিএ) চুক্তি পর্যালোচনা করা হয়। এই চুক্তির বাস্তবায়ন শক্তিশালী করতে চারটি সুপারিশ করা হয়। যেমন চালকদের লাইসেন্স ও ভিসা প্রক্রিয়া সহজ করা; একটি আঞ্চলিক পরিবহন ব্যবস্থা চালু করা; বাণিজ্য ও পরিবহন-সংক্রান্ত কাগজপত্র ডিজিটাল করা এবং বাণিজ্যপথ নির্বাচন প্রক্রিয়া সহজ করা।

সেমিনারে বিশ্বব্যাংকের দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট হার্টউইগ শেফার বলেন, 'অবকাঠামো ঘাটতির কারণে এই অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত সেবার ঘাটতি থেকে যাচ্ছে। এতে পিছিয়ে পড়া মানুষ নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করতে পারছে না।'

বাংলাদেশে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর মার্সি টেম্বন বলেন, 'ভৌগোলিকভাবে বাংলাদেশ হলো ভারত, নেপাল, ভুটান ও অন্য পূর্ব এশীয় দেশগুলোর গেটওয়ে। আঞ্চলিক বাণিজ্য, ট্রানজিটসহ অন্যান্য বাণিজ্যসহায়ক কাঠামো উন্নত করে বাংলাদেশ এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্র হতে পারে।

একই অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ভারতে বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর জুনায়েদ আহমেদ।

পিপিপিতে পরিচালিত হবে পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল

চট্টগ্রাম বন্দরের পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনালের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের (পিপিপি) আওতায় বাস্তবায়নের জন্য নীতিগতভাবে অনুমোদন দিয়েছে সরকার। ৩ মার্চ অর্থনৈতিক বিষয়-সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠকে এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

'ইকুইপ, অপারেট অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স অব পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল' শীর্ষক প্রকল্পটি নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাস্তবায়িত হবে। প্রাক-সমীক্ষা অনুযায়ী প্রকল্পটির সম্ভাব্য বিনিয়োগের পরিমাণ ৫৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বার্ষিক পরিচালন ব্যয় ৮ মিলিয়ন ডলার।

চট্টগ্রাম বন্দর দেশের বৃহত্তম এবং ব্যস্ততম বন্দর। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এই বন্দর। নির্মাণাধীন পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল এই বন্দরের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করবে এবং বন্দরের লজিস্টিক সক্ষমতা বাড়াবে।

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী সভায় প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং প্রকল্পটি পিপিপির আওতায় বাস্তবায়নে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব করেন। পিপিপি কর্তৃপক্ষের সিইও সুলতানা আফরোজ বলেন, 'পিপিপির আওতায় প্রকল্পটির পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বেসরকারি অংশীদারের মাধ্যমে পরিচালিত হলে আধুনিক প্রযুক্তি, যন্ত্রপাতি ও দক্ষ জনবলের মাধ্যমে এই কনটেইনার টার্মিনালের আউটপুট বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।'

সভায় জানানো হয়, চীন, ভারত, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে একই ধরনের পিপিপি প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। আগ্রহী বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারী এই প্রকল্পের বিষয়ে পিপিপি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে।

বর্তমানে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের অধীন সাতটি পিপিপি প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে।

লালদিয়ার চর থেকে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পন্ন করেছে চট্টগ্রাম বন্দর

কোনো বাধা ছাড়াই পতেঙ্গায় লালদিয়ার চরের বেহাত হয়ে যাওয়া জায়গা দখলে নিয়েছে চট্টগ্রাম বন্দর। ১ মার্চ পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেটের নেতৃত্বে র‍্যাব, পুলিশ ও আনসার নিয়ে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। নিরবচ্ছিন্নভাবে উচ্ছেদ কার্যক্রম চালাতে এদিন চট্টগ্রাম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সড়ক দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রাখা হয়। অবৈধ দখলকারীদের বাধা ছাড়াই শান্তিপূর্ণভাবেই উচ্ছেদ কার্যক্রম শেষ করেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রামের পতেঙ্গা এলাকার বোট ক্লাবের পাশে কর্ণফুলী নদীর পাড় ঘেঁষে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ৫২ একর জমির প্রায় পুরোটাই লালদিয়ার চর হিসেবে পরিচিত। এই চরেই বন্দর কর্তৃপক্ষ পণ্য ওঠানামার টার্মিনাল করার পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু অবৈধ দখল উচ্ছেদ করতে না পারায় বছরের পর বছর অপেক্ষার পরও শেষ পর্যন্ত ওই প্রকল্প করা সম্ভব হয়নি। এখন ওই লালদিয়া চরে নির্মিতব্য টার্মিনালের কনটেইনার রাখার স্থান হিসেবে কাজে লাগাবে বন্দর কর্তৃপক্ষ।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান বলেন, 'আমাদের পুরো প্রস্তুতি ছিল অভিযান চালানোর, কিন্তু লালদিয়াবাসী নিজেদের উদ্যোগেই শান্তিপূর্ণভাবে চলে গেছে। আমরা ৫২ একর জমিতে বেড়া দিয়ে দিয়েছি। পরবর্তী সময়ে স্থায়ী দেয়াল দেওয়া হবে। আর নিরাপত্তার দায়িত্ব নিশ্চিত করবে আনসার বাহিনী।'

স্থানীয় লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে যাওয়ার পর বুলডোজার দিয়ে ভবন ভাঙা হয়। আর চারদিকে বেষ্টনী দেওয়া হয়। বন্দরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সাইফুল ইসলামের নেতৃত্বে পাঁচজন ম্যাজিস্ট্রেট এই কাজটি তদারকি করেন।

লালদিয়া চরটি বছরের পর বছর চট্টগ্রাম বন্দরের অবৈধ দখলদারদের দখলে ছিল। লালদিয়া চরের পাশে বিশাল একটি এলাকা অবৈধ উচ্ছেদের পর বন্দর থেকে সেটি লিজ দেওয়া হয় ইনকনট্রেড নামের একটি বেসরকারি অফ ডককে। এর পাশেই অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করে কর্ণফুলী নদীর পানিপ্রবাহ নিশ্চিত করতে উচ্চ আদালতে রিট করেন আইনজীবী মনজিল মোরসেদ। রায়ে অবৈধ সব স্থাপনা উচ্ছেদের নির্দেশ দিলে বিভিন্ন জটিলতায় সেটি পিছিয়ে যায়। ৯ মার্চের মধ্যে অবৈধ দখল উচ্ছেদ শেষ করে উচ্চ আদালতকে জানানোর নির্দেশনাও ছিল।

সেই নির্দেশনার পর গত ২৪ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম এসে নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী উচ্ছেদ অভিযান চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। একই সঙ্গে লালদিয়ার চরে ভাড়া দিয়ে

পতেঙ্গায় লালদিয়ার চরে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদে অভিযান পরিচালনা করে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ। শান্তিপূর্ণ অভিযানে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়

ছবিতে সংবাদ

৩ মার্চ চট্টগ্রাম বন্দরের স্টেকহোল্ডার সংগঠনগুলোর নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান। এ সময় বিভাগীয় প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান ১৫ মার্চ চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরীর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসের আলোচনায় প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান। এ সময় পর্ষদ সদস্যবৃন্দ, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত নারী কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

২৮ মার্চ বন্দর-পতেঙ্গা আসনের সংসদ সদস্য এম এ লতিফ চট্টগ্রাম বন্দর চেয়ারম্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

গাড়ি আমদানিকারকদের সংগঠন বারভিডার একটি প্রতিনিধি দল ২২ মার্চ বন্দর চেয়ারম্যানের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

যারা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড করেছে, সেই স্বার্থান্বেষীদের তালিকা করা হয়েছে। গুটিকয়েক মানুষের জন্য চট্টগ্রাম বন্দরের সুনাম নষ্ট বরদাশত করা হবে না বলেছিলেন প্রতিমন্ত্রী। প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশনা পেয়ে চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান চালানোর প্রস্তুতি শুরু করে।

আমদানি সুবিধার মেয়াদ বাড়ল

করোনাভাইরাসের কারণে আমদানিতে যেসব নীতিসহায়তা দেওয়া হয়েছিল, সম্প্রতি তার মেয়াদ আগামী জুন পর্যন্ত বাড়িয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ছাড়াই করোনাভাইরাসজনিত রোগ প্রতিরোধের জন্য ওষুধ, চিকিৎসা ও গ্যারান্টির জন্য ৫ লাখ ডলার পরিশোধ করা যাবে।

এ ছাড়া উৎপাদন উপকরণ আমদানি বাবদ মূল্য পরিশোধ ১৮০ দিনের পরিবর্তে ৩৬০ দিনের মধ্যে করা যাবে। ৩৬০ দিনের আমদানি দায় পরিশোধের সুযোগ কৃষি উপকরণ ও রাসায়নিক সার আমদানির ক্ষেত্রেও রাখা হয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ শুরু হওয়ায় সব ধরনের নীতিসহায়তার সময় বাড়ানো হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা।

৪৭ হাজার কোটি টাকা দাঁড়াল রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল

চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় আবারও রপ্তানি উন্নয়ন তহবিলের (ইডিএফ) আকার ৫০০ কোটি ডলার থেকে বাড়িয়ে ৫৫০ কোটি ডলার করেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থাৎ এই তহবিলে যুক্ত হয়েছে আরও ৫০ কোটি ডলার। দেশীয় মুদ্রায় সব মিলিয়ে তহবিলটির আকার দাঁড়াল ৪৬ হাজার ৭৫০ কোটি টাকা।

এর আগে গত বছরের অক্টোবরে ইডিএফ থেকে দেওয়া ঋণের সুদহার দশমিক ২৫ শতাংশ কমানো হয়েছে। তখন থেকে রপ্তানিকারকেরা ১ দশমিক ৭৫ শতাংশ সুদে এই তহবিলের ঋণ পাচ্ছেন। করোনার প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত রপ্তানিকারকদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতাসক্ষমতা বাড়াতে এই সুবিধা দিয়ে আসছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

রপ্তানিমুখী শিল্পের বিকাশ ও প্রসারের চলমান ধারা অব্যাহত রাখতে বৈদেশিক মুদ্রায় স্বল্প সুদে ঋণসুবিধা দেওয়ার লক্ষ্যে ১৯৮৯ সালে রপ্তানি উন্নয়ন তহবিল বা ইডিএফ গঠিত হয়। মাত্র ৩৮ লাখ ৭২ হাজার ডলার নিয়ে এ তহবিলের যাত্রা হয়। ২৫ মার্চ তা ৫৫০ কোটি ডলারে উন্নীত করে বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, ইডিএফ থেকে ঋণ নেওয়া রপ্তানিকারকের সংখ্যা বর্তমানে ১ হাজার ৬৭০ জন। মোট ঋণ ৪৯২ কোটি ১০ লাখ ডলার। ঋণ পেয়েছেন বিজিএমইএ, বিটিএমএ, বিকেএমইএ, ডাইং ইয়ার্ন, প্যাকেজিং, চামড়া শিল্প, প্লাস্টিক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী খাতের উদ্যোক্তারা।

ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসী আয় বেড়েছে ২৩%

প্রবাসীদের পাঠানো আয়ে ইতিবাচক ধারা অব্যাহত আছে। সদ্যসমাপ্ত ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসীরা ১৭৮ কোটি মার্কিন ডলার আয় পাঠিয়েছেন। গত বছরের একই মাসে প্রবাসীরা পাঠিয়েছিলেন ১৪৫ কোটি ডলার। সেই হিসাবে আগের বছরের একই সময়ের তুলনায় আয় বেড়েছে প্রায় ২৩ শতাংশ।

এদিকে প্রবাসী আয়ের কারণে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে হয়েছে ৪ হাজার ৪১২ কোটি ডলার। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য পাওয়া গেছে।

গত জানুয়ারি মাসে প্রবাসীরা ১৯৬ কোটি ডলারের আয় পাঠিয়েছিলেন, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১৬ হাজার ৬৬০ কোটি টাকা (প্রতি ডলারের বিনিময় মূল্য ৮৫ টাকা ধরে)। গত বছরের একই সময়ে প্রবাসীরা ১৬৪ কোটি ডলার বা ১৩ হাজার ৯৪০ কোটি টাকা পাঠিয়েছিলেন। গত বছরের জানুয়ারির তুলনায় এবার একই মাসে রেমিট্যান্স বা প্রবাসী আয় বেড়েছে ২ হাজার ৭২০ কোটি টাকা। আর ফেব্রুয়ারিতে প্রবাসী আয় এসেছে ১৫ হাজার ১৩০ কোটি ডলার।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২০-২১ অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ৮ মাসে প্রবাসীরা সব মিলিয়ে ১ হাজার ৬৬৮ কোটি ডলার পাঠিয়েছেন। আগের অর্থবছরের একই সময়ে আয় এসেছিল ১ হাজার ২৪৯ কোটি ডলার।

ব্যাংক কর্মকর্তারা বলছেন, করোনাভাইরাসের মধ্যে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ অনেক বেড়েছে। কারণ, যোগাযোগ সীমিত হয়ে পড়ায় অবৈধ পথে দেশে টাকা আসা প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। বাংলাদেশিরা অবস্থান করেন, এমন অনেক দেশে করোনার কারণে বিশেষ ভাতা দেওয়া হচ্ছে।

গত বছরের এপ্রিল ও মে মাস ছাড়া বাকি সময়ে পণ্য রপ্তানিতেও ভালো আয় হয়েছে। এ সময়ে আমদানি ব্যয় অবশ্য বেশ কমেছে। এ কারণে রিজার্ভে নতুন নতুন রেকর্ড হচ্ছে।

BANDARBARTA
a monthly maritime magazine by
Chattogram Port Authority